এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৭ ভোজশালা মন্দিরই, ঘোষণা মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের
তামিলনাড়ুকে শিল্প হাব গড়ার বার্তা, শীর্ষ শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বিজয় ৭

কলকাতা ১৬ মে ২০২৬ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.05.2026, Vol.19, Issue No. 333, 8 Pages, Price 3.00

তিন আইপিএসকে সাসপেন্ড, আরজি কর স্ক্যানারে মমতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে তদন্তে গাফিলতি, পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থতা এবং নিহত তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে টাকা দিতে চাওয়ার অভিযোগকে সামনে রেখে তিন আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেছে রাজ্য সরকার। তৎকালীন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখার্জি এবং ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্যাডার রুলস অনুযায়ী মুখ্য সচিবের তত্ত্বাবধানে এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের মাধ্যমে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে। কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে গত কয়েকদিন ধরে ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং বা তথ্যানুসন্ধানের কাজ চলছিল। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, সরকার মূল অপরাধ তদন্তে হস্তক্ষেপ করছে না। কারণ সেই তদন্ত বর্তমানে সিবিআইয়ের হাতে এবং বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। তবে কলকাতা পুলিশের কয়েকজন সিনিয়র আধিকারিক কীভাবে পরিস্থিতি সামলেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিহত চিকিৎসকের মায়ের তরফে বারবার অভিযোগ উঠেছিল যে, রাজ্য সরকারের হয়ে দু'জন পুলিশ অফিসার তাঁদের কাছে টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং স্বচ্ছ তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত আধিকারিকদের দায়িত্বে রেখে তদন্ত সম্ভব নয় বলেই সরকার মনে করছে।

শুধু তা-ই নয়, আরজি কর ইস্যুতে এক ডিসির প্রেস কনফারেন্স নিয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ওই আধিকারিককে কোনও লিখিত অনুমতি বা সরকারি দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তবুও তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে এমন ভাষা ও মনোভাব দেখিয়েছিলেন, যা সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মাতৃশক্তিকে অবহেলার এই ঘটনা শুধু বাংলাকেই নয়, গোটা দেশ ও পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে নির্বাচনী ইস্তেহারে থাকা একাধিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে চলেছে। পাশাপাশি 'ইনস্টিটিউশনাল করাপশন' বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিয়েও সরকার ভবিষ্যতে আরও কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে নতুন সরকারের এই অবস্থান রাজনৈতিক মহলেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ভোটের আগে থেকেই এই ঘটনা নিয়ে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিজেপি। ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক দায় নির্ধারণে সরাসরি পদক্ষেপ করে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইল বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মোদী, সই তেল-গ্যাসের চুক্তি!

নয়াদিল্লি, ১৫ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার আবুধাবি পৌঁছেছেন। এ দিন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান তাঁকে আবুধাবি বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। পৌঁছনোর পরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া হয়। এর পরে, আমিরশাহীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ওপর ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে আল নাহিয়ানের ভাবনাচিন্তার প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই) সফরের শুরুতেই দুই দেশের মধ্যে ৭টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সফরের অন্যতম বড় সাফল্য হল ভারতের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ইউএইর পক্ষ থেকে ৫ আরব মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা। শুক্রবার দু' দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই সমঝোতা স্মারকগুলি স্বাক্ষরিত হয়। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভারত ও ইউএইর মধ্যে এই কৌশলগত অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য হল প্রতিরক্ষা, জ্বালানি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা মজবুত করতে কৌশলগত পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার এবং 'আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি'র মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এর ফলে ভারতে অপরিশোধিত তেল ও এলপিজির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত হবে, যা বিশ্ববাজারে তেলের দামের অস্থিরতার সময় ভারতকে সুরক্ষা দেবে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি

আদান-প্রদান এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দু' দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করবে।

অন্য দিকে, গুজরাতের ভাদিনারে একটি 'শিপ রিপেয়ার ক্লাস্টার' স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জাহাজ মেরামত শিল্পে জোয়ার আসবে এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযান আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুবকদের আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে ভারতে একটি 'এআই সুপার কম্পিউটিং ক্লাস্টার' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউএইর একটি প্রযুক্তি সংস্থা ভারতে অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার এবং সুপার কম্পিউটার ক্ষমতা বিকাশে কাজ করবে, যা ভারতের ডিজিটাল উদ্ভাবন মিশনকে গতি দেবে।

সবশেষে, ইউএই ভারতের পরিকাঠামো প্রকল্প, আরপিএল ব্যাঙ্ক এবং সম্মান ক্যাপিটালে মোট ৫ আরব মার্কিন ডলার বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। এই বিনিয়োগ ভারতের সড়ক, বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর এই বিপুল বিনিয়োগ এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি ভারতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তিকে বিশ্বমঞ্চে আরও সুসংহত করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২১ জুন ফের নিট

■ ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি আগামী ২১ জুন পুনরায় হবে। এ খবর জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। শুক্রবার একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থা এনটিএ জানিয়েছে, ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশ্ন ফাঁস এবং অনিয়মের অভিযোগের জেরে মেডিক্যালে ভর্তির এই প্রবেশিকা পরীক্ষাটি বাতিল হওয়ার কয়েক দিন পর শুক্রবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে এনটিএর তরফে এই পরীক্ষার নতুন দিন জানানো হলো। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ভারত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি নিট-ইউজি ২০২৬-এর পুনরায় পরীক্ষা নির্ধারণ করেছে রবিবার, ২১ জুন। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের এনটিএ পরামর্শ দিয়েছে, পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য ও খবরের জন্য তাঁরা যেন শুধুমাত্র সংস্থার অফিসিয়াল যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ওপরই নির্ভর করেন।

জনতার দরবার

■ উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পয়লা জুন থেকে 'জনতার দরবার' শুরু করতে যাচ্ছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন এবং সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সমস্যার সমাধান করবেন বলে জানিয়েছেন। ১ জুন থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হবে এই কর্মসূচি। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নতুন সরকারের অন্যতম জনমুখী উদ্যোগ হিসেবেই দেখা হচ্ছে এই কর্মসূচিকে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। সপ্তাহে অন্তত ১ থেকে ২ দিন 'জনতার দরবারে' সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে নিজেদের সমস্যা, অভিযোগ বা আবেদন জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগ শুনে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

বিধানসভার অধিবেশনের সম্প্রচার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার অধিবেশনের এবার সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। শুক্রবার বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, 'বিধায়করা কী কাজ করছেন, তা নিয়ে ভোটাররা অন্ধকারে থাকেন। আশা করব, এই ঐতিহাসিক বিধানসভায় জনগণের নজরদারি সুনিশ্চিত করার জন্য লাইভ সম্প্রচার করা হবে। বিল, বাজেট, জিরো আওয়ার, প্রাইভেট মেম্বার বিল সব সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।' পরে বক্তৃতা করতে উঠে বিধানসভার অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারের কথা বলার জন্য শুভেন্দুকে ধন্যবাদ জানান ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।

অষ্টাদশ বিধানসভা গঠনের পর প্রথম অধিবেশনেই ভোট-পরবর্তী হিংসা ইস্যুতে তীব্র সংঘাত তৈরি হল শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে। একদিকে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও ভয় দেখানোর অভিযোগ তোলে। পালটা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অভিযোগ থাকলে সরাসরি পুলিশের কাছে জানাতে হবে। তবে সেই সঙ্গে ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে বিশেষ শর্তও জুড়ে দেন তিনি।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সরকারের 'ভয় আউট, ভরসা ইন' স্লোগানকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আপনাদের আশ্বাসে আমাদের কোনও ভরসা নেই, উলটে ভয় আরও বাড়ছে।' তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি জাতীয় সঙ্গীত দ্রুত শেষ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিষয়টিকে অসম্মানজনক বলে দাবি করেন। এই ইস্যুতে প্রোটেম স্পিকার ব্যবস্থা না-নেওয়ায় তৃণমূল বিধায়করা ওয়াকআউট করেন।

এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসার কারণে একজনও ঘরছাড়া নেই।' তিনি বিরোধীদের উদ্দেশে জানান, যদি সত্যিই কেউ আক্রান্ত বা ঘরছাড়া হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁদের তালিকা সরাসরি ডিজিপির কাছে জমা দিতে হবে। তবে এখানেই তিনি ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ওই সময়ের সাড়ে ১২ হাজার এফআইআরের তদন্ত এবং অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের নির্বাচনের পর সন্ত্রাসের অভিযোগ নেই, তাঁদের সসম্মানে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের আইনের মুখোমুখি হতে হবে।

বিতর্কের মধ্যেই ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তিনি বলেন, ২০২১ সালের ভোটের পর তাঁর কর্মীদের ওপর ভয়াবহ হামলা হয়েছিল এবং সেই পরিস্থিতিতে একসময় বিধায়ক পদ ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তবে ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর এখনও পর্যন্ত তেমন বড় কোনও হিংসার অভিযোগ তাঁর কাছে আসেনি বলেও জানান তিনি। যদিও কিছু এলাকায় ধর্মীয় স্থানে ভাঙচুরের বিচ্ছিন্ন ঘটনার অভিযোগ তুলে সে বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেন নওশাদ।

কলকাতায় পেট্রোল ছাড়াল ১০৮ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আশঙ্কাই সত্যি হল। শুক্রবার সকাল থেকে লিটার প্রতি তিন টাকা বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের দাম। কলকাতায় পেট্রোল ঠেকল ১০৮.৭৪ টাকায়, ডিজেল ৯৫.১৩ টাকায়। রাজধানী দিল্লিতে যেখানে পেট্রোল ৯৭.৭৭ টাকা, সেখানে কলকাতায় দাম ১১ টাকা বেশি। কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্যের কর কাঠামোর ফারাক।

তেল কোম্পানিগুলির দাবি, পশ্চিম এশিয়ার অশান্তিতে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দর ব্যারেল প্রতি ১০৫ ডলার ছাড়িয়েছে। ভারতের আমদানি ঝুড়ির দাম পৌঁছেছে ১১৩ ডলারে। ফেব্রুয়ারিতে যা ছিল ৬৯ ডলার। ২০২২ সালের এপ্রিলের পর দাম প্রায় স্থির ছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে মাত্র দু'টাকা কমেছিল।

দাম বাড়ার ইঙ্গিত ছিল আগেই। বুধবার থেকেই দিল্লি, বিহার, গুজরাতের পাম্পে ভিড় জমে। অনেকে ৫ থেকে ২০ টাকা বাড়বে ভেবে ট্যাঙ্ক ভরেন। শেষমেশ তিন টাকা বাড়লেও চাপ কম নয়। ডিজেলের দাম ৯৫ টাকা পেরনোয় পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়বে। তার ধাক্কা লাগবে সবজি, মাছ, দুধের বাজারে। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৬৮, চেন্নাইতে ১০৩.৬৭ টাকা। করের হারের তারতম্যেই শহরভেদে দামের ফারাক। বিশ্ববাজারের আগুনে ঘি ঢেলেছে যুদ্ধ। তার আঁচ এবার সরাসরি পড়ল মধ্যবিত্তের হেঁশেলে।

জমি চক্রে শান্তনুর পর আরও ১২ পুলিশকর্তা ইডির নজরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের অন্দরে নতুন করে অস্বস্তি। জমি দখলের চক্রে প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস গ্রেপ্তারের পর এবার অন্তত ১২ জন আধিকারিকের দিকে হাত বাড়িয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তালিকায় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক থেকে সাব-ইনস্পেক্টরও আছেন। খুব শিগগিরই ডেকে জেরা করা হবে তাঁদের।

তদন্তকারীদের দাবি, শহর ও শহরতলির বিতর্কিত জমি চিহ্নিত করে ফাঁদ পাতত ব্যবসায়ী জয় এস কামদারের ঘনিষ্ঠ মহল। প্রথমে থানায় সাজানো অভিযোগ দায়ের হত। তার আগেই দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ফোন করতেন শান্তনু। নির্দেশ দিতেন কামদারের পক্ষে কাজ করার। তদন্তের গতি বদলে প্রকৃত মালিকদের চাপে ফেলা হত।

ইডির এক কর্তা বলছেন, 'এটা শুধু জমি দখল নয়। প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে গোটা একটা জাল তৈরি হয়েছিল কি না, দেখছি।' বড় অঙ্কের লেনদেনের সন্দেহও রয়েছে। শান্তনুর ব্যাঙ্ক নথি, ফোনালাপ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ মহলের আশঙ্কা, তদন্তের জাল আরও বড় হতে পারে। জমি-রাজনীতির আড়ালে বহু দিন ধরে যে অদৃশ্য শক্তি কাজ করছিল, এই তদন্ত তারই মুখোশ খুলে দিচ্ছে। শুধু পুলিশ নয়, প্রভাবশালী আরও অনেকের নাম উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

আদালতে ইডির আইনজীবীর দাবি, কালীঘাট থানার ওসি থাকাকালীন সময় থেকেই এলাকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস । পরে কলকাতা পুলিশের ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীনও সেই প্রভাব আরও বিস্তৃত হয় । তদন্তকারীদের অভিযোগ, প্রশাসনিক পদ ও পুলিশি যোগাযোগকে ব্যবহার করে তিনি রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন স্তরে এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন ।

স্মার্টফোন ব্যবহার বন্দিদের, ২ কারা আধিকারিক সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে বন্দিদের মোবাইল ফোন ব্যবহার রুখতে রাজ্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ করছে। বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে অভিযান চালিয়ে সিম কার্ড-সহ মোট ২৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। কলকাতা পুলিশকে নিয়ে ১০টি দল গড়ে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে অভিযান। গোপন কুঠুরি থেকে একে একে উদ্ধার হয় ফোনগুলি। ওই ঘটনায় দু'জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁরা হলেন জেল সুপার এন কুজুর ও মুখ্য নিয়ন্ত্রক দীপ্ত ঘোড়াইকে। পাশাপাশি সিআইডিকে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলের ভিতরে মোবাইল ফোন ব্যবহারের কোনও অনুমতি নেই। বন্দিদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রতিটি সংশোধনাগারেই ল্যান্ডফোনের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই ব্যবস্থাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চালু রাখা হচ্ছে। বন্দিদের আত্মীয়দের অভিযোগ পেয়েই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, রাতেই খবর পেয়ে চার ঘণ্টার অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ২৩টি মোবাইল ফোন ও একাধিক সিম উদ্ধার হয়েছে। এর পরই ২৩টি এফআইআর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানান, এই ফোনগুলো কোথা থেকে এল, কারা জেলের ভিতরে পৌঁছে দিল, এবং সেগুলি দিয়ে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তা খতিয়ে

দেখা হবে। এই তদন্তের ভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি ও কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে ডিজি কারা এন রমেশ বাবুকে দ্রুত তল্লাশির নির্দেশ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, মোবাইল ও সিম কার নামে রয়েছে, কল রেকর্ড কী, এবং এই নেটওয়ার্কের মূল শিকড় কোথায়, তা বের করতেই হবে। শুধু জেলবন্দিরাই নন, বাইরে থেকে ফোন রিসিভ বা কল করে যাঁরা, তাঁরাও তদন্তের আওতায় আসবেন বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

সন্দেশখালির শাহজাহান শেখের মতো বন্দিদের জেল থেকে মোবাইল ব্যবহারের অভিযোগকেও প্রশাসন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সরকারের দাবি, জেলের ভিতরে কোনও 'নেক্সাস' বা যোগাযোগচক্র সক্রিয় থাকলে, তা অর্থের বিনিময়ে হোক বা রাজনৈতিক প্রভাবেই হোক, কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তাই কঠোর নজরদারি ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সংশোধনাগারের ভিতরে শৃঙ্খলা ভাঙার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর থাকবে। তাঁর কথায়, বাংলা পুলিশ এবং সিআইডি যথেষ্ট দক্ষ। তাদের কাজ করতে দিন, ফলাফল পাওয়া যাবে।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপে সংশোধনাগারগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়াকড়ি আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

তিন উপহার বাংলাকে, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলের পরেই রেলের সৌজন্য। রাজ্যের জন্য তিনটি নতুন প্রকল্পে ছাড়পত্র দিল রেল মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সরাসরি চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে।

প্রথম উপহার উত্তরবঙ্গকে। নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রেলপথ প্রকল্পে মিলেছে সরকারি স্বীকৃতি। পাহাড়-সমতলের যোগাযোগ আরও মসৃণ হবে। দ্বিতীয় চমক দক্ষিণবঙ্গ ও রাজস্থানের জন্য। সাঁতরাগাছি থেকে খাতিপুরা পর্যন্ত নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর অনুমোদন এসেছে। খড়্গপুর হয়ে ছুটবে সাঁতরাগাছি-খাতিপুরা এক্সপ্রেস। শিল্পাঞ্চল থেকে জয়পুরের দূরত্ব কমবে।

তৃতীয় ঘোষণা জঙ্গলমহলের। শালবনি থেকে আদ্রা পর্যন্ত ১০৭ কিলোমিটার তৃতীয় লাইন তৈরির প্রাথমিক ধাপে সায় দিল কেন্দ্র। বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির জন্য চূড়ান্ত জরিপের কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। নবান্নে পালাবদলের পরেই রেলের এই বার্তা নিছক প্রশাসনিক নয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের নতুন অধ্যায় শুরু হল। শিল্প, পর্যটন ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই তিন প্রকল্প। অনুমোদনের চিঠি শুভেন্দুর নামে আসায় বার্তা স্পষ্ট, দিল্লি-কলকাতা এখন এক সুরে কথা বলবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আব্দালপুর, জে.এল.নং ৫৩, R.S. ও L.R. দাগ ২৪৯, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৪৭৫৪। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/9485 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

নমিতা রায়, মধ্যমগ্রাম

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল স্নেহাংশু হাজরা এবং জয়তী হাজরা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৫ ছটাক আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯২৩০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯১, এলআর খতিয়ান নং ৭৭০৬, ৭৭৫৮ এবং ৭৭৯৯, জেএল নং ০৮, মৌজা-দক্ষিণ নিমতা, থানা -নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৫১(৪৭) শিশির ভাদুড়ি স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০৫১, উত্তর দম দম পুরসভা (বিক্রয় দলিল) রেজিস্ট্রিকৃত এসআর কাশীপুর দম দম বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫৮, পৃষ্ঠা ১৫৪ থেকে ১৫৬, দলিল নং ৩৫৭২-১৯৫৬ সালের অনুযায়ী সম্পূর্ণ মালিক। উক্ত দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিমতা থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৭০৮ তারিখ ১২.০৫.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তির বা অন্যকোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা দলিল সম্পর্কে কেনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি পেশ করতে পারেন, ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

নাম-পদবী

আমি Sumita Chakrabarti, স্বামী Debabrata Chakrabarti, পিতা Debdas Bhattacharjee, নিবাস 18A, মুর এভিনিউ, কোল-৪০, বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল Sumita Bhattacharjee. গত ১৭/৪/২০২৬ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা কোর্টের এফিডেভিটে (৯৯৮) Sumita Bhattacharjee, Sumita Chakrabarty, Sumita (Bhattacharyya) Chakrabarty, Sumita (Bhattacharyya) Chakrabarti, Sumita Chakrabarti (Bhattacharjee) ও Sumita Chakrabarti এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

Change of Name

I, Azam Khan, residing at Z-5/195/10 Bagdi Para Road Ayub Nagar Badartala, Kolkata-700044 hereby declare that my son Fardeen Khan's (D.O.B.-28/05/2003) birth certificate being no. 2582, dt. 07.07.2003 wherein father's name wrongly recorded as Ajan Khan in place of Azam Khan & mother's name wrongly recorded as Sainaj Parvin in place of Shahnaz Parveen. That Shahnaz Parveen & Sainaj Parvin is same & identical person & Azam Khan & Ajan Khan is same & identical person vide affidavit no. 1678, dt. 07.05.2026 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Court at Kolkata.

CHANGE OF NAME

I, Suraj Shaikh S/o Kalo Ali Shaikh resident at Vill & P.O. Amgachia, P.S. Bishnupur, Dist.: South 24 Parganas, Pin-700104 have changed my daughter's name and shall henceforth be known as Shazfa Shaikh (Old Name) to Saifa Shaikh (New Name) as declared before the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, 24 PGS(S) vide Affidavit No. 42167 dated 13.05.2026. Shazfa Shaikh and Saifa Shaikh are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 06/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 11718 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Halim S/o. Sekh Amir Hossain, R/o. Hadde Para, Simlagarh, Pandua, Hooghly-712135, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি ...

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগরের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) অতিরিক্ত আদালত, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
Title Suit No. 472 of 2024.
বাদীঃ- মঃ সামিম আখতার দীং
-বনাম-
বিবাদীঃ- সাধারন মুসলিম জনসাধারন ছোট কুলবেড়িয়া দক্ষিণপাড়া মসজিদ ও ইদগাহ গ্রাম- ছোট কুলবেড়িয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, মহঃ সামিম আখতার, মহঃ মোকলেসুর রহমান, সর্ব পিতা- মহঃ মোবারক আলি হোসেন, সাং- ছোট কুলবেড়িয়া, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- ভুরুলিয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, বিবাদী সাধারন মুসলিম জনসাধারন, ছোট কুলবেড়িয়া দক্ষিণপাড়া মসজিদ ও ইদগাহ, গ্রাম- ছোট কুলবেড়িয়া, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া বিরুদ্ধে অত্র আদালতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

উহাতে অপর কোন ব্যক্তির কোনরূপ আপত্তি বা দাবী থাকিলে তাহাইলে তিনি ১৯-০৫-২৬ তারিখে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া লিখিত বক্তব্য পেশ করিবেন অথবা মামলায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত লইয়া Contest করিতে পারিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা- কালীগঞ্জ, মৌজা জে.এল. নং- ১০ ছোটকুলবেড়িয়া- **খতিয়ান নং-** আর.এস. ২৩৫, এল. আর. ২৮২/১, এল.আর. ১৭৯৮, ২৩৩৩, ২৩৩৪। **দাগ নং-** আর.এস ৭২, এল.আর ৭৪। **শ্রেণী-** আউশ। **পরিমান-** ৪৬ শতক।

সেরেস্তাদার-
Rataindra Nath Biswas
জেলা-নদীয়া, মোকাম কৃষ্ণনগর সিভিল জর্জ জুনিয়ার ডিভিশন অতিরিক্ত আদালত।
০৭/০৪/২৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই মে। ১লা জৈষ্ঠ্য। শনি বার। শনি অমাবস্যা তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, বেলা ৫/৪০ পর অশুভ ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(আজ রাতে শ্রীশ্রী ফলহারিনী শনি অমাবস্যা তিথি। জৈন ধর্মের বট সাবিত্রী পুজো। অন্নকুট উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নন্দীগ্রামের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন নবনির্বাচিত বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। ছবি: অদিতি সাহা

কলেজের পর স্কুল, পরিচালন সমিতি ভেঙে শুদ্ধি অভিযানে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতায় এসেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝাঁটা চালাচ্ছে নতুন সরকার। কলেজের গভর্নিং বডি ভাঙার পর এবার রাজ্যের সমস্ত স্পনসরড স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করল বিকাশ ভবন। বৃহস্পতিবার জারি হওয়া নির্দেশিকায় শিক্ষা দপ্তরের মনোনীত সভাপতি ও সদস্যদের পদ খারিজ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ চালাতে জেলা স্কুল পরিদর্শকদের ডিডিও নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একদিন আগেই সব সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের পরিচালন সমিতি একযোগে ভেঙে দিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। পূর্বতন সরকারের আমলে বসানো মনোনীত সদস্যদের ক্ষমতা শেষ। অভিযোগ, গত এক দশকে কলেজ-স্কুলের পরিচালন সমিতিতে শাসক দলের দাপটে স্বচ্ছতা তলানিতে ঠেকেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত কাঠামো সরিয়ে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়াই লক্ষ্য। সেই পথে হেঁটেই প্রথম মন্ত্রিসভার পর ৬০ বছর পেরনো পুনর্নিযুক্ত আধিকারিকদের সরানো হয়েছে। অ-সংবিধিবদ্ধ বোর্ডের চেয়ারপার্সন থেকে

নির্দেশক, সবাইকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। স্কুল-কলেজের পরপর এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বেড়া ভাঙতে চাইছে সরকার। শিক্ষক মহলের একাংশ বলছে, পরিচালন সমিতির নামে দলীয় হস্তক্ষেপ কমলে পঠনপাঠনে গতি আসবে। বিরোধীদের দাবি, পুরনো লোক সরিয়ে নিজের লোক বসানোর প্রস্তুতি চলছে। আসল পরীক্ষা শুরু হবে নতুন সমিতি গঠনের সময়।

হেলমেট না পরলেই হাজার টাকা, ৩ মাসের জন্য বাতিল লাইসেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাথা বাঁচাতে এবার কড়া দাওয়াই। বিনা হেলমেটে দু'চাকা চালালেই সরাসরি হাজার টাকা জরিমানা। বারবার একই ভুল করলে তিন মাসের জন্য বাতিল হবে চালকের অনুমতিপত্র। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ একসঙ্গে রাস্তায় নেমেছে। শহরের মোড়ে মোড়ে চলছে নাকা তল্লাশি। নতুন নিয়মে শুধু চালক নয়, পিছনের আরোহীর মাথাতেও বাধ্যতামূলক ভারতীয় মানের হেলমেট। ফিতা চিবুকের নিচে শক্ত করে বাঁধা না থাকলে বা সস্তার প্লাস্টিকের টুপি পরলে সমান অঙ্কের জরিমানা। তেল ভরার সময়েও ছাড় নেই। হেলমেট ছাড়া পাম্প থেকে জ্বালানি মিলবে না, পুরনো নির্দেশ আরও শক্ত হাতে লাগু হচ্ছে। পুলিশের দাবি, দু'চাকার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর চল্লিশ শতাংশের কারণ মাথায় চোট। রাতের বাইপাস, সায়েন্স সিটি, খিদিরপুরে নিয়ম ভাঙার দাপট রুখতেই বিশেষ অভিযান।

সরকার বদলের পর আইন-শৃঙ্খলা ফেরানোই লক্ষ্য। জরিমানা বাড়িয়ে আর লাইসেন্স কেড়ে ভয় দেখিয়ে রাস্তায় শৃঙ্খলা ফেরাতে চাইছে প্রশাসন। বার্তা স্পষ্ট, প্রাণের দামে আর ছাড় নয়। হেলমেট পরুন, নইলে পকেট ও পথ দুটোই খালি হবে।

'স্টিম রোলার' হুঁশিয়ারির পরেই গারদে তৃণমূলের দাপুটে পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা বদলের হাওয়া লাগতেই জালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দাপুটে তৃণমূল নেতা। দেউলি এক নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান হাফিজুল মোল্লা ও তাঁর সঙ্গী শাহজাহান মোল্লাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ভাঙড়ের এক বাসিন্দার অভিযোগ, তাঁকে মারধর ও খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। অস্ত্র নিয়ে বেআইনি জমায়েত, গুরুতর জখম, হুমকি, বেআইনি অস্ত্র রাখার মামলা রুজু হয়েছে। হাফিজুলের নাম নতুন নয়। বিধানসভা ভোটের প্রচারে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ফল বেরোলে বিরোধীদের উপর স্টিম রোলার চলবে। সেই বক্তব্যে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। কমিশনের নির্দেশে গত এপ্রিলে গ্রেপ্তার হলেও জামিনে ছাড়া পান। একই দিনে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থেকে ধরা পড়েছেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ এনায়েত উল্লাহ। ২০২৩ সালের গুলি করে খুনের পুরনো মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, শাসক দলের নেতা বলেই এতদিন ছোঁয়া যায়নি। সরকার বদলের পরেই পুলিশের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে। এক সময় যাঁদের দাপটে এলাকা কাঁপত, আজ তাঁরাই হাজতে। বার্তা স্পষ্ট, পুরনো জমানার হিসাব নতুন জমানায় মিটবে। বিরোধীদের দাবি, আইনের শাসন ফিরছে।

বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের বাসভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে সরব হল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস। জ্বালানির লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির জেরে বর্তমান ভাড়ায় বাস চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলে দাবি করে পরিবহণ সচিবকে চিঠি দিয়েছে সংগঠনটি। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে শেষবার বাসভাড়া সংশোধন হয়েছিল। তখন ডিজেলের দাম ছিল লিটার প্রতি ৬৮ টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৯২.০৪ টাকা। অথচ ভাড়া একই রয়েছে।

চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, ২০২০ ও ২০২১ সালে ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার কমিটি গঠন করলেও সেই রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি। বাস মালিকদের দাবি, জ্বালানি ছাড়াও যন্ত্রাংশ, বিমা ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ফলে পরিষেবা চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু মালিক ইতিমধ্যেই বাস রাস্তায় নামানো কমিয়ে দিয়েছেন। দ্রুত ভাড়া না বাড়ালে বেসরকারি বাস পরিষেবা আরও সংকটে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

আজ ডায়মন্ড হারবারে প্রশাসনিক সভা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইতিহাস গড়া পুনর্নির্বাচনের মুখে আজ ডায়মন্ড হারবারে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কর্মিসভার পাশাপাশি সারবেন প্রশাসনিক বৈঠক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনা উসকে দিল। ২৯ এপ্রিল ফলতা বিধানসভায় ভোট ঘিরে ব্যাপক গোলমাল ও অনিয়মের অভিযোগে গোটা কেন্দ্রের ভোট বাতিল করেছে কমিশন। ২১ মে সেখানে হবে 'ফ্রেশ পোল', গণনা ২৪ মে। স্বাধীনতার পর অশান্তির কারণে গোটা বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন করে ভোটগ্রহণ এই প্রথম। এতদিন প্রার্থীর মৃত্যু বা নির্দিষ্ট বুথে গণ্ডগোল হলে 'রিপোল' হত। এবার পুরো কেন্দ্রেই নতুন ভোট। এই প্রেক্ষিতেই শুভেন্দুর ডায়মন্ড হারবার সফর তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে ফলতার লড়াই, অন্যদিকে প্রশাসনিক কড়াকড়ি। বৃহস্পতিবার এসপি- সিপিদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, ধর্মস্থান থেকে নির্ধারিত মাত্রার বেশি শব্দ বাইরে যাবে না। প্রকাশ্যে পশুবলি বন্ধ করতে হবে। অনুমোদিত স্থান ছাড়া গবাদি পশু জবাই করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। ফলতার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই তৎপরতা শুধু প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক বার্তাও। আইন-শৃঙ্খলা আর ভোট, দুই ময়দানেই শক্তি দেখাতে চাইছে নতুন সরকার।

তৃণমূলকে নিশানা বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়ের: বিধানসভার করিডরে এবার শুধু ক্ষোভ নয়, শোনা গেল এক রাজনৈতিক বিচ্ছেদের দীর্ঘ প্রতিধ্বনি। একসময় তৃণমূলের অন্দরমহলের নির্ভরযোগ্য মুখ ছিলেন তাপস রায়। এখন বিজেপির বিধায়ক হয়ে প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় সংস্থার হানার নেপথ্যে ছিল প্রাক্তন দলের ঘরের শত্রুদের চক্রান্ত। আর সেই অভিযোগের তির সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে।তাপসের দাবি, দুর্নীতির অভিযোগে নয়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁকে নিশানা করা হয়েছিল।

শ্যামনগর কাউগাছিতে নিশ্চিহ্ন জগদীশ মিত্রের বাগান, গজিয়ে উঠছে ঘরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় ভারতীয় বন আইন এবং বন সংরক্ষণ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্বিচারে চলেছে বৃক্ষছেদন। তৎকালীন শাসকের ক্ষমতা বলে শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর সংসদের নীলতলায় সুবিশাল জগদীশ মিত্রের বাগান আজ নিশ্চিহ্ন। শতাব্দী প্রাচীন বাগানে থাকা বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে সেখানে গজিয়ে উঠছে ঘরবাড়ি। অভিযোগ, প্রাক্তন বিধায়কের মদতে একশ্রেণির জমি হাঙর অতি প্রাচীন বাগানটিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। নির্বিচারে বৃক্ষছেদনের প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, স্থানীয় বিধায়কের মদতে জমি মাফিয়ারা ১৫০ বছরের প্রাচীন ১৫টি গাছ কেটে সাফ করে দিয়েছে। তবুও বৃক্ষছেদন ঠেকানো যায়নি। বনদপ্তরের অনুমতি নিয়ে নাকি ওই বাগানে গাছ কাটা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মধ্যমগ্রামের বসু নগরের বাসিন্দা উক্ত জমির এক অংশীদার ব্যারাকপুর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে গাছ কাটার অনুমতি নিয়েছিলেন। গাছ কাটার পরিবর্তে তিনি সেখানে গাছ রোপনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু জগদীশ মিত্রের বাগানে একটাও চারাগাছ রোপন করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকী রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই বিপদ বুঝে তৃণমূলের জমি মাফিয়ারা সেখানে দ্রুতগতিতে প্লটিং করে জমি বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। ওই বাগানে ইদানিং বেশ কয়েকটি বাড়ি ইতিমধ্যেই গজিয়ে উঠেছে। যদিও তৎকালীন সময়ে কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর চক্রবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু পদক্ষেপ তো দূরঅস্ত। উল্টে শতাব্দী প্রাচীন বাগান আজ নিশ্চিহ্ন। কাউগাছির নীলতলার নিশ্চিহ্ন বাগান নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের সভাপতি সুজয় সরকার বলেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কড়া নির্দেশ রয়েছে, পুকুর ভরাট কিংবা গাছ থেকে প্রমোটিং করা যাবে না। ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং-ও বাগান সাফ করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তথাপি তৎকালীন শাসকের মদতে অবৈধ উপায়ে জগদীশ মিত্রের বাগানে থাকা বড় বড় গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বেনোজলদের মদতে ওখানে এখনও সক্রিয় প্রমোটিং চক্র। তাঁর দাবি, ওই অবৈধ কারবারের সঙ্গে দলের কেউ যুক্ত নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৬ মে ২০২৬, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, শনিবার

আদালতের স্থগিতাদেশ

■ তিলজলায় আগুনে পোড়া বহুতল ভাঙায় অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বুলডোজার চলবে না, সাফ জানালেন বিচারপতি রাজা বাসু চৌধুরী। ১২ মে চামড়ার ব্যাগের কারখানায় আগুনে দু'জনের মৃত্যুর পরেই কড়া হয় নবান্ন। ঘটনাস্থলে যান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্মাণটিকে বেআইনি ঘোষণা করে ভাঙার নির্দেশ দেন। পরদিনই কেএমসি, কেএমডিএর দল বুলডোজার নিয়ে হাজির হয়। মালিকের দাবি, পুরসভা জি প্লাস ওয়ান অনুমোদন দিয়েছিল। পরের দু'তলা অবৈধ হলেও নোটিস ছাড়া ভাঙা যায় না। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সওয়াল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নোটিস বাধ্যতামূলক। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়নি প্রশাসন। মালিকানার কাগজও পুড়ে গিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, ওই জায়গায় কারখানা চলবে না। তবে আইন মেনে পুরসভা ও পুলিশ পদক্ষেপ করতে পারবে। ২২ জুন পরের শুনানি। বিচারপতির মন্তব্য, অবৈধ নির্মাণে ভয়ঙ্কর অবস্থা, বিহিত দরকার। এই অবস্থায় আদালতের পরবর্তী শুনানির দিনের অপেক্ষায় প্রশাসন।

দক্ষিণবঙ্গে ফিরল গরমের দাপট

■ সাগরে নিম্নচাপ জমাট বাঁধলেও বাংলায় তার ছায়া পড়ছে না। বরং দু'দিনের মধ্যে আন্দামানে ঢুকছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, এর জেরে সেখানে ভারী বৃষ্টি হবে। কিন্তু আন্দামানে বর্ষা ঢোকা মানেই রাজ্যে বর্ষা এসে গেল, তা নয়। উত্তরবঙ্গে এখনও ঝড়বৃষ্টি চলবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি থাকবে শনিবার। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে। উল্টো ছবি দক্ষিণে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও বাকি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। সোমবার পর্যন্ত তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বাড়বে। জলীয় বাষ্পে অস্বস্তি ফিরবে। কলকাতায় শুক্রবার সর্বোচ্চ ৩৬ ডিগ্রি, সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। রোদের তেজ বাড়বে, বেলা গড়ালে গরম আরও চড়বে। বৈশাখে নিয়মিত ঝড়বৃষ্টিতে গরম থমকে ছিল। এবার শুষ্ক হাওয়া আর চড়া রোদে দক্ষিণবঙ্গ আবার পুড়বে। নিম্নচাপের দূরত্বে স্বস্তি নেই, বর্ষার অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে।

সিজিওতে হাজিরা রথীনের

■ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় টানা ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক রথীন ঘোষকে ছেড়ে দেওয়া হল। বারবার তলব এড়ানোর পর অবশেষে ইডির মুখোমুখি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। শুক্রবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ঢুকলেন মধ্যমগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চলছে জেরা। ভোটের ব্যস্ততা দেখিয়ে পাঁচবার ডাক উপেক্ষা করেছিলেন রথীন। এদিন মাইকেলনগরের বাড়ি থেকে সাড়ে দশটায় সোজা ইডি দপ্তরে পৌঁছন তিনি। দাবি, তলবের কারণ জানেন না। এই মামলাতেই জেলে প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। ইডি সূত্রে জানা যায়, ওই তালিকায় কমবেশি ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর নাম রয়েছে। এবং দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে বলে মনে করছে ইডি। সেই জন্য একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই মামলায় গত সোমবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক সুজিতকে। বৃহস্পতিবারই বালি পাচার কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস।

ক্ষমতা বদলের পর পুরনো জমানার একের পর এক রাঘববোয়াল এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরে। রথীনের হাজিরা প্রমাণ করল, নির্বাচনী জয় বা পদ আড়াল হতে পারে না।

বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হলেন বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক রথীন্দ্র বসু। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বিধানসভায় দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বহু দলীয় গণতান্ত্রিক পরম্পরা মেনেই বিধানসভা এগিয়ে যাবে। বিরোধীরা অধিবেশন বানচালের চেষ্টা করবে না এবং গঠনমূলক বিরোধিতার পরিবেশ বজায় থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যক্রমও সাধারণ মানুষের সামনে আরও স্বচ্ছভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রশ্নোত্তর পর্ব, বিল, বাজেট, ডিপার্টমেন্টাল বাজেট,

প্রাইভেট মেম্বার বিল, কলিং অ্যাটেনশন, জিরো আওয়ার এবং বিভিন্ন বিতর্ক সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য নতুন অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানান তিনি।

বক্তৃতায় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, হাউস বিলংস টু অপজিশন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বিরোধীদের বেশি করে বলার সুযোগ দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। সময় বরাদ্দের ক্ষেত্রেও সরকার নমনীয় থাকবে বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিধানসভায় ভাষার শালীনতা, দায়বদ্ধতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ বজায় রাখা জরুরি। তিনি ইঙ্গিত দেন, অতীতের মতো অশান্তি বা হিংসার পরিবেশ তৈরি হোক, তা সরকার চায় না।

বিধানসভার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর ভবিষ্যতে বিধানসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেই কারণে আগামী দিনে নতুন বিধানসভা ভবন তৈরির প্রয়োজন হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি জানান, সব দলের বিধায়কদের জন্য সরকারের দরজা খোলা থাকবে। কোনও বিধায়ক চিঠি দিলে তার উত্তর এবং প্রাপ্তিস্বীকার দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। মন্ত্রীদেরও নির্দেশ দেওয়া হবে যাতে এলাকার বিধায়ক যে দলেরই হোন না কেন, প্রশাসনিক কাজে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মারছে তৃণমূল, মরছেও তৃণমূল

রাজনৈতিক হিংসা প্রশ্নে সরব শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শাসকদলের অন্দরের সংঘর্ষ থেকে শুরু করে ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি; সবকিছু নিয়েই কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি। শমীক বলেন, আরে বাড়ি থেকে তো বের হন, আমরা তো বলছি হিংসা থামানোর জন্য। আপনাদের দলের এক শ্রেণির লোকেরা মারছে আপনাদের দলের কর্মীদের, তাদের বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাদের। সবাই এখন শুধু বিবৃতি দিচ্ছেন ঘরের মধ্যে থেকে। আগে ডিজে বাজাচ্ছিলেন, এখন ডিজে বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে বসে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিচ্ছেন, এই ধরনের রাজনৈতিক ধারাভাষ্য দিয়ে তো লাভ নেই। হিংসা বন্ধ করতে হলে তাদের রাস্তায় নামতে হবে, কারণ মারছে তৃণমূল, মরছে তৃণমূল। এটাই তিন বছর ধরে চলছে। এখনও তাই হচ্ছে।

ভোটের ফল ঘোষণার পর বিজেপির পতাকা হাতে দেখা যাওয়া

নতুন মুখদের নিয়েও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, এই চার ঘণ্টার বিজেপি যারা হয়েছে, এরা কারা? এরা কেউ দলের নয়, দল এদের পাশে নেই। চার তারিখ থেকে যারা বিজেপির পতাকা ধরেছে তাঁরা কেউ বিজেপির কর্মী নয়। বিজেপিও এদের পাশে নেই। তাদের চিহ্নিত করুন। পুলিশকে দিয়ে তুলিয়ে দিন তাদের। আমরা এগুলো হতে দেব না।

একইসঙ্গে দল ও প্রশাসনের সম্পর্ক নিয়েও অবস্থান স্পষ্ট করেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, সরকার সরকারের কাজ করবে, দল দলের কাজ করবে। সরকারের কাজে দল কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের কোনও অভিযোগ, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আমরা শুধুমাত্র জানিয়ে দেব। এখন সময় এসেছে দল, গুন্ডা, প্রশাসন সব গুলিয়ে দিলে চলবে না। দল ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে একটা সীমারেখা, বিভাজন রেখা থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তৈরি হয়েছে, বিজেপির সরকার তৈরি হয়নি।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেও তীব্র কটাক্ষ করেন শমীক। তিনি বলেন, রাজ্যের এখন প্রাক্তন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যাকে রাস্তায় লোকে দেখলে 'চোর চোর' বলে সম্বোধন করবে, এই কাজ বিজেপি করে না। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। কৃতকর্মের ফল পিছু ছাড়ে না। তবে এই ধরনের ঘটনা যাতে না হয়, সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ সেটাই চায়। যে কাজ তৃণমূল করে এসেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তবে এর মধ্যে তৃণমূলের লোকেরাই জড়িত। এটা তৃণমূলের জমানায় যারা পেয়েছে, আর যারা কিছু পায়নি, এটা তাদের লড়াই, না পাওয়া তৃণমূল মুখ খুলছে।

লেপচা সমাজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। ছবি: অদিতি সাহা

সুজিত গ্রেপ্তারের পর পুরসভা জুড়ে 'চাকরি বাণিজ্য'র বিস্তৃত জাল তুলে ধরল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার সরাসরি প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করল ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ ও ফ্ল্যাট নেওয়া হয়েছিল, আর সেই টাকাই পরে বিভিন্ন ব্যবসার মাধ্যমে ঘুরিয়ে বৈধ করার চেষ্টা হয়।

শুক্রবার ইডির প্রকাশিত বিবৃতিতে উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক তথ্য। তদন্তকারীদের দাবি, প্রশ্নপত্র ছাপা থেকে মূল্যায়ন এবং মেধাতালিকা তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এককভাবে দেওয়া হয়েছিল অয়ন শীলের সংস্থাকে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই একাধিক পুরসভায় অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কাঁচরাপাড়া, কামারহাটি, বরানগর, টিটাগড়, দক্ষিণ দমদম-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই

নিয়োগ চক্র সক্রিয় ছিল বলে দাবি। ইডির অভিযোগ, তলব করা হলেও দীর্ঘদিন তদন্তে সহযোগিতা করেননি সুজিত। তাঁর ঘনিষ্ঠ জায়গাগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ টাকা, সম্পত্তির নথি ও নানা ডিজিটাল প্রমাণ মিলেছে বলেও জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, শিক্ষক নিয়োগ মামলার গণ্ডি পেরিয়ে এবার পুর প্রশাসনের অন্দরেও দুর্নীতির যে ছায়া স্পষ্ট হচ্ছে, তা রাজ্যের শাসক রাজনীতির জন্য আরও বড় অস্বস্তির ইঙ্গিত।

রক্তাক্ত ময়দানে অনুপস্থিত সেনাপতি? প্রশ্নের মুখে অভিষেকের পর্দার রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট-পরবর্তী হিংসায় রাজ্যের একাধিক প্রান্ত যখন উত্তপ্ত, তখন তৃণমূলের অন্দরে নতুন করে উঠে আসছে নেতৃত্বের ধরন নিয়ে প্রশ্ন। আক্রান্ত কর্মীদের ঘরছাড়া জীবন, দখল হওয়া পার্টি অফিস, মৃত্যুর মিছিল; এই আবহে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি মাঠে না নেমে সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ বার্তা দেওয়াতেই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক।

১৬ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের বক্তব্যে অভিষেক নিহত কর্মীদের নাম উচ্চারণ করে শোকপ্রকাশ করেছেন, আইনি লড়াইয়ের আশ্বাস দিয়েছেন, থানায় অভিযোগ দায়েরের নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন অন্য জায়গায়; বাংলার রাজনীতিতে সংকটের মুহূর্তে নেতার উপস্থিতি কি শুধু বক্তব্যে মাপে, না কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কর্মীদের পাশে থাকার মধ্যেই তার আসল পরীক্ষা? দলের ভেতরেও চাপা অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছে।

একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের মাটির চরিত্র বদলে গিয়ে 'পরিচালিত কাঠামো'-র দিকে ঝুঁকেছে দল। ফলে বিপদের দিনে স্থানীয় স্তরের কর্মীরা নিজেদের একা ভাবছেন। সেই কারণেই অভিষেকের বার্তায় সহানুভূতির ভাষা থাকলেও, অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন থামছে না। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, বার্তার শেষেই তিনি 'বুক পেতে দাঁড়ানো'-র কথা বলেছেন। আর সেই কথাই এখন রাজনীতির অন্দরমহলে ঘুরে ফিরে একটাই প্রশ্ন তুলছে; সৈনিকদের সামনে রেখে সেনাপতি কত দূরে থাকলে নেতৃত্ব পূর্ণ হয়?

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের রাতেই পদ খোয়ালেন জ্যোতিপ্রিয়-কন্যা প্রিয়দর্শিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকার বদলের ঝড় এবার আছড়ে পড়ল শিক্ষা সংসদে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সচিবের চেয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে। তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে ফিরছেন আশুতোষ কলেজের অধ্যাপনায়। বৃহস্পতিবার রাতে শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রিয়দর্শিনীকে আর সচিব পদে রাখা

হচ্ছে না। ২০২২-এ এই পদে বসার পর থেকে সভাপতি পার্থ কর্মকারের সঙ্গে একাধিক সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন তিনি। সেমেস্টার পদ্ধতি চালু, সংসদে ছাত্রছাত্রীদের জন্য গ্রন্থাগার গড়া, পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন; সবেতেই ছিলেন সামনের সারিতে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক রেশন কেলেঙ্কারিতে প্রশ্নের মুখে পড়লেও মেয়ের নিয়োগ নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। যাদবপুর থেকে পিএইচডি, তুলসি পাতা নিয়ে গবেষণা, মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক প্রিয়দর্শনী আগেও সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে ছিলেন। নতুন জমানায় বিভিন্ন পর্ষদ ও সংস্থার মনোনীত পদাধিকারীদের সরানোর প্রক্রিয়া চলছিল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, এসএসসি-র প্রধানরা আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। ফল প্রকাশ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন প্রিয়দর্শনী। কাজ শেষ হতেই বিদায়। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে প্রশাসনের অলিন্দেও বদল অনিবার্য। পুরনো শিবিরের ছায়া সরিয়ে নতুন বিন্যাসের ইঙ্গিত দিল এই অপসারণ।

ব্যারাকপুরের সাংসদ গায়েব: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৪ মে নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হতেই বেপাত্তা ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। দলীয় কর্মীদের পাশে না দাঁড়িয়ে তাঁর পলায়ন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার রাতে কাঁচরাপাড়ায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তৃণমূল সাংসদকে কটাক্ষ করে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করে একাংশ পুলিশের সহযোগিতায় যিনি ব্যারাকপুরের সাংসদ হয়েছেন, তিনি এখন 'গায়েব'। ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ শেষ করার কথা উনি বলেছিলেন। নৈহাটিতেই গুন্ডারাজ শেষ হয়নি। উল্টে গুন্ডারাজ বেড়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার

ক্ষমতায় আসার পর গুন্ডাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, গুন্ডা আর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় টিকেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, ওইদিন বীজপুর-২ মণ্ডলের তরফে নোয়াপাড়া ও বীজপুর কেন্দ্রের বিধায়ক যথাক্রমে অর্জুন সিং ও সুদীপ্ত দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস দাবি করলেন, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে পিতামহ ভীষ্ম হলেন অর্জুন সিং। যিনি রাজনীতির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন। সুদীপ্তের কথায়, কর্মীদের সুখ-দুঃখে যিনি পাশে থাকেন তিনিই নেতা। বিপদের দিনে উনি ঢাল হিসেবে তাঁকে আগলে রেখেছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয়ের পর উনি ফোন বন্ধ করেননি। আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের উনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর কর্মীদের তিনিই আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে পরাজয় হতেই কর্মীদের পাশে না দাঁড়িয়ে তৃণমূলের নেতারা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

চিংড়িঘাটায় মেট্রোর জন্য ৬০ ঘণ্টার যানশাসন, অবশেষে শুরু কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। শুক্রবার রাত আটটা থেকে চিংড়িঘাটা মোড়ে শুরু হল অরেঞ্জ লাইনের 'হারানো অংশের' কাজ। নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো করিডরের ৩১৬ মিটারের এই জট ছাড়াতেই দু'দফায় ৬০ ঘণ্টা করে যান নিয়ন্ত্রণে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। প্রথম ধাপে শুক্রবার রাত থেকে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত। উল্টোডাঙামুখী উত্তরমুখী লেন আংশিক বন্ধ রাখা হবে। পিয়ার ৩১৭ থেকে ৩১৯-এর মাঝে উড়ালপথের কংক্রিট খণ্ড বসাচ্ছে রেল বিকাশ নিগম। দ্বিতীয় দফা ২২ মে রাত থেকে ২৫ মে সকাল। তখন দক্ষিণমুখী লেন বন্ধ রেখে কাজ হবে।

সল্টলেক-নিউটাউনগামী গাড়িকে মেট্রোপলিটন মোড় থেকে ঘুরতে হবে। দক্ষিণমুখী যান নতুন কাটা পথে পশ্চিম লেনে ঘুরিয়ে ফেরানো হবে। মালবাহী গাড়ি হাডকো, উল্টোডাঙা, কাঁকুড়গাছি থেকে চিংড়িঘাটায় ঢুকতে পারবে না। বছরের পর বছর আইনি ফাঁসে আটকে ছিল এই অংশ। সরকার বদলের পর পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের আশ্বাসে জট খুলল। মেট্রো কর্তাদের দাবি, বাধা কাটায় ২০২৬-এর ডিসেম্বরে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ট্রেন ছোটানো সম্ভব। শহরের গতি বাড়াতে এই দুই সপ্তাহান্তের অস্বস্তি মেনে নিতেই হবে। সময় নিয়ে পথে নামার পরামর্শ পুলিশের।

SOMANY
TILES | BATHWARE

সোমানি সিরামিক্স লিমিটেড
(রেজি. অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১, CIN: L40200WB1968PLC224116)
একক এবং সম্মিলিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি থেকে সংক্ষেপিত অংশ
ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬

(টাকা: লক্ষে)

বিষয়	একক					সম্মিলিত				
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বার্ষিক সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বার্ষিক সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৭৫,৩১৬	৬৪,৭২৭	৭৪,২৬৮	২৬৪,০৩০	২৫৬,৯৪২	৮১,৭৯৩	৬৮,২৩১	৭৬,৮৯৯	২৭৮,৯৮৪	২৬৫,৮৭৬
মোট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে করের পূর্ববর্তী মোট লাভ (ক্ষতি)/(ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	৫,২৮৬	৩,১৬২	৩,৬৮৪	১৩,৭৬৬	১০,৩২৫	৫,৭৬৬	২,৬২৪	২,৪৯৬	১১,৩৮৭	৮,৭২১
কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	৪,৯৪১	২,৯৯৮	৩,৬৮৪	১৩,২৫৭	১১,২৬৭	৫,৪১৬	২,৪৫২	২,৪৯৬	১০,৮৬৫	৮,৫২১
কর পরবর্তী মোট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও/অথবা অতিরিক্ত আইটেমের পর)	৩,৭৪৯	২,২২৯	২,৮৪৭	৯,৯০৭	৮,৫৬৮	৩,৭৪০	১,৭০১	১,৮৭১	৭,৪০৭	৫,৭৯৮
সম্পূর্ণ আয়ের সামগ্রিক ফলাফল [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) সহ (কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য ও অন্যান্য সামগ্রিক (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	৩,৭৪৫	২,২২৯	২,৭৯৩	৯,৯৭৫	৮,৪৯৬	৩,৭৪০	১,৭০১	১,৮১৯	৭,৪৯২	৫,৭৩০
ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০
রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)				৮৮,২৫৩	৭৯,২০৮				৮৩,৪১৮	৭৬,৩৪৬
শেয়ার প্রতি আয়										
মৌলিক (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পর) টাকায়	৯.১৪	৫.৪৪	৬.৯৪	২৪.১৬	২০.৮৯	৯.২৩	৪.৩৯	৫.২০	১৯.৮০	১৪.৬৫
ডাইলিউটেড (প্রতি শেয়ারের মূল্য ২/- টাকা) (অতিরিক্ত আইটেমের পূর্বে / পর) - টাকায়	৯.০৯	৫.৪৪	৬.৯৪	২৪.১১	২০.৮৯	৯.১৯	৪.৩৯	৫.২০	১৯.৭৬	১৪.৬৫

নোট:
১. উপরোক্ত তথ্য হলো ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমাপ্তি আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশনা নিয়মাবলী) বিধিমালা, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী ষ্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.somanyceramics.com) এবং BSE (http://bseindia.com) এবং NSE (http://nseindia.com) ষ্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, এছাড়াও নিম্নলিখিত QR কোড স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যাবে।
২. এই আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ অনুযায়ী ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড (Ind AS) এবং প্রযোজ্য অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ অনুশীলন ও নীতিমালা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তারিখ: ১৫ই মে, ২০২৬
স্থান: নয়ডা

সোমানি সিরামিক্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে
শ্রীকান্ত সোমানি
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 00021423

সম্পাদকীয়

ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বাজার গরম করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চালে বেকায়দায় তৃণমূল

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর হেরে গিয়ে এখন সব হারিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বাজার গরম করতে আসরে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রোজই নিয়ম করে বিজেপির বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলছে তারা। জনমানসে টিঁকে থাকার নয়া কৌশল আর কী। কিন্তু তারা বোধহয় ভুলে গিয়েছে একুশের নির্বাচনে জয়ের পর তারা তখন কী কী করেছিল! যাক, সে সব পুরনো কথা তুলে লাভ নেই। তবে এবার ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বাজার গরম করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এক চালে চরম বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে ঘাসফুল শিবির। তারা বারবার দাবি করছে, দলের কর্মী-সমর্থকরা জেলায় জেলায় আক্রান্ত, ঘরছাড়া। বিধানসভা অধিবেশনেও সেই প্রসঙ্গ তোলেন বিরোধী দলনেতা। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ঘরছাড়াদের ফেরানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দায়িত্ব নেন ঘরছাড়াদের সসম্মানে ঘরে ফেরানোর। তবে তিনি দুটি শর্ত দিয়েছেন। আর তাতেই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে বিরোধী দল। তার বক্তব্য, ভোট পরবর্তী হিংসায় কেউ ঘরছাড়া বলে আমার জানা নেই। তবে যদি মেনে নিই, সেক্ষেত্রে ডিজিপির কাছে ঘরছাড়াদের তালিকা পেশ করুক বিরোধীরা। তবে শর্ত দিয়ে তিনি বলেছেন, একুশের ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ঘরছাড়া কেউ থাকলে, তাকে সসম্মানে ফেরানো হবে। তবে এদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে একুশের নির্বাচনের পর হিংসায় যুক্ত থাকার অভিযোগ আছে, অথবা যাদের নামে এফআইআর আছে, সরকার তাঁদের ঘরে ফেরাবে না। উল্টে গ্রেফতার করা হবে। নিরপরাধ কেউ ঘরছাড়া থাকলে স্থানীয় বিধায়ক ও পুলিশ সুপার নিজে গিয়ে তাকে বা তাদের ঘরে পৌঁছে দেবেন। আর তিনি যে এই নিয়ে আন্তরিক তারও প্রমাণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল বিধায়ককে তিনি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে থাকারও আমন্ত্রণ জানান, যা গত দেড় দশকে দেখেনি বাংলা। এভাবে প্রথম থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিলেন, সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলাতেই বিশ্বাসী তিনি। যা অত্যন্ত সদর্থক বার্তা।

যন্ত্রমায়া ও চৈতন্যের জাগরণ

সুদীপ ঘোষ

কালচক্রের আবর্তনে মানবসভ্যতা আজ এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে আমাদের প্রাচীন ভাষা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং চিরাচরিত বিশ্বাসসমূহ এক গভীর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। স্থূল দৃষ্টিতে একে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন বলে মনে হলেও, ভারতীয় জীবনবোধের গভীরে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, এটি মূলত আমাদের সমষ্টিগত চেতনার এক প্রলয়ংকরী আলোড়ন। আজ আমাদের মাথার ওপর আবর্তিত হচ্ছে মারণাস্ত্র, স্ফীত হচ্ছে মহাসমুদ্র, নগরজীবনের চারপাশে গড়ে উঠছে একাকিত্বের পাষাণপ্রাচীর। আর ঠিক এই শূন্যতার মাঝেই জন্ম নিচ্ছে এমন এক কৃত্রিম মেধা, যা মানুষের মুখের ভাষাকে নিপুণভাবে নকল করতে পারলেও মানুষের অন্তরের যন্ত্রণাকে বিন্দুমাত্র ধারণ করতে অক্ষম। এই সময়কালকে নিছকই এক যান্ত্রিক রূপান্তর ভাবলে তা হবে এক বিরাট ভ্রান্তি; এটি আদপে মানুষের আত্মপরিচয়ের এক নিদারুণ সংকট। মানুষ আজ প্রথমবার অনুধাবন করছে;সে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর নয়, বরং নিজেরই হাতে গড়া যন্ত্রমায়ার জালে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া এক সত্তা মাত্র।ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে আড়াই সহস্রাব্দ পূর্বে এমনই এক যুগান্তরের সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি যখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছিল এবং প্রথাগত ধর্মীয় আচারের বাহ্যিক আড়ম্বর যখন মানুষের আত্মিক জিজ্ঞাসার নিরসন করতে ব্যর্থ, ঠিক তখনই আবির্ভূত হয়েছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীরের মতো প্রজ্ঞাবান পুরুষেরা। তাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতা বা সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে হাঁটেননি, বরং তাঁরা অন্তর্মুখী যাত্রার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন মানুষের প্রকৃত অন্তর্জগৎ। তাঁরা শিখিয়েছিলেন, সত্য কোনো বাহ্যিক শক্তির আস্ফালনে নেই, তা নিহিত রয়েছে আত্মদর্শনের শান্ত গভীরে। সভ্যতার এই কালখণ্ড মানবচেতনার এক নতুন অক্ষ নির্মাণ করেছিল। আজ আমরা পুনরায় তেমনই এক দ্বিতীয় অক্ষযুগের দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট। কিন্তু এবারের সংকটের রূপ ভিন্ন। প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে পরিত্রাণ খুঁজত; আর আজ মানুষ আতঙ্কিত নিজেরই সৃষ্ট যন্ত্রমেধার অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। একসময় মানুষ ঈশ্বর বা পরমাত্মার কাছে নিজের অস্তিত্বের কারণ জানতে চাইত; আজ সে নিজেরই রচিত গাণিতিক নিয়মাবলি বা যান্ত্রিক নির্দেশিকার কাছে জানতে চাইছে;'মানুষ হওয়ার প্রকৃত অর্থ কী?'আধুনিক যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়টি কেবল সম্পদের অভাব নয়, তা হলো অনুভূতির চরম অবক্ষয়। তথ্যের দিক থেকে মানুষ আজ যতখানি সমৃদ্ধ, অন্তরের দিক থেকে সে ততটাই রিক্ত। পৃথিবীতে যোগাযোগের এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ আজ ভয়াবহভাবে নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতা কেবল সামাজিক দূরত্বের নয়, এ হলো আত্মার এক গভীর শূন্যতা। আধুনিক মানুষ আজ আর মাটিকে স্পর্শ করে না, প্রতিবেশীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে না, এমনকি নিজের ভেতরের নীরবতা বা ধ্যানের অবস্থাকেও সে ভয় পায়। ফলে তার প্রতিটি সম্পর্কই ক্রমশ যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজে এই সংকট তৈরি করেনি, সে কেবল আমাদের আত্মিক দেউলিয়াপনার আয়না হয়ে ধরা দিয়েছে। একটি যান্ত্রিক ভাষাকাঠামো কোটি কোটি শব্দ বিশ্লেষণ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু শরতের শান্ত বিকেলে শিউলি ঝরে পড়ার শব্দ শুনে তার মনে কোনো বিষাদের ছায়া পড়ে না। সে মৃত্যুভয়ে শিউরে ওঠে না, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেদনার্ত হয় না, কিংবা সন্তানের মুখ দর্শনে তার চোখ জলে ভরে ওঠে না। এই যে 'ভাব' এবং 'রস', যা মানুষের একান্ত নিজস্ব সম্পদ, তা-ই তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। অথচ আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতা মানুষকে তার এই আত্মিক ঐশ্বর্য থেকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

আজকের বিশ্বে সবকিছুকেই পরিমাপের দাঁড়িপাল্লায় মাপা হচ্ছে। মানুষের মনোযোগ আজ এক বিক্রয়যোগ্য পণ্য, তার অনুভূতিগুলি নিছকই তথ্যভাণ্ডার, আর পারস্পরিক সম্পর্কগুলি যেন এক যান্ত্রিক আদানপ্রদান। সমাজমাধ্যমগুলি মানুষের ক্রোধ ও আবেগকে ব্যবহার করে মুনাফা লুটছে, আর বৃহৎ বাণিজ্যগোষ্ঠীগুলি মানুষের বাসনাকে বিজ্ঞাপনের কাঁচামালে পরিণত করেছে। মানুষ অহংবোধে মত্ত হয়ে নিজেকে স্বাধীন ভাবলেও, বস্তুত তার চিন্তাধারা পরিচালিত হচ্ছে বাজারের অদৃশ্য সুতোর টানে। এই প্রবল মায়ার জগতে সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো, মানুষ তার নিজস্ব মানবিক গভীরতা এবং আধ্যাত্মিক সত্তাকেই অপ্রয়োজনীয় বলে ভাবতে শুরু করেছে।

কিন্তু রাত্রির গভীরতম অন্ধকারেই যেমন উষার আগমনী বার্তা লুকিয়ে থাকে, তেমনই এই সংকটের মধ্যেও নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটছে। যখন প্রাচীন ভাষা ব্যর্থ হয়, তখন মানুষের অন্তরাত্মা নতুন ভাষার সন্ধান করে। আজ বিশ্বের নানা প্রান্তে নিঃশব্দে এক নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে। কেউ ফিরে যাচ্ছেন মাটির কাছাকাছি;সৃষ্টিশীল কৃষিকাজে, কেউ বা ডুব দিচ্ছেন ধ্যান ও আত্মানুসন্ধানে। কেউ নতুনভাবে শিক্ষাকে সাজাতে চাইছেন, কেউ বা চাইছেন এমন এক সমাজ গড়তে, যা কেবলই ক্ষমতার নয়, বরং সহমর্মিতার। এগুলো আপাতদৃষ্টিতে খণ্ডচিত্র মনে হলেও, এর গভীরে রয়েছে এক শাশ্বত জিজ্ঞাসা;আমরা কি পুনরায় 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর আদর্শে এক পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামূহিক চেতনার সমাজ গড়তে পারব?

ভবিষ্যতের সভ্যতা কেবল যন্ত্র ও প্রযুক্তির ইমারতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; তার প্রয়োজন এক সুগভীর 'সামাজিক মাটি'। উর্বর মৃত্তিকা ছাড়া যেমন শস্যের ফলন অসম্ভব, তেমনই বিশ্বাস, সংলাপ ও পারস্পরিক অনুভূতির সেচন ছাড়া কোনো সভ্যতা দীর্ঘজীবী হতে পারে না। বাহ্যিক কাঠামোর দিক থেকে আজকের সভ্যতা অত্যন্ত মজবুত হলেও, আত্মিক দিক থেকে তা অত্যন্ত ভঙ্গুর। কারণ এই সভ্যতা মানুষের আত্মাকে অবহেলা করেছে। প্রথম অক্ষযুগ মানুষকে শিখিয়েছিল কীভাবে নিজের অন্তরে প্রবেশ করে আত্মদর্শন করতে হয়। দ্বিতীয় অক্ষযুগ হয়তো আমাদের শেখাবে কীভাবে সমষ্টিগতভাবে জাগ্রত হতে হয়। অর্থাৎ, 'অহং' বা আমি থেকে 'বয়ং' বা আমরা-তে উন্নীত হওয়ার সাধনা। আগামী দিনের সবচেয়ে বড় বিপ্লব কোনো রাজনৈতিক পালাবদল বা প্রযুক্তির উদ্ভাবন হবে না; তা হবে চেতনার এক আমূল রূপান্তর। মানুষ উপলব্ধি করবে যে, ব্যষ্টির মুক্তি ও সমষ্টির মুক্তি কোনো ভিন্ন বিষয় নয়। প্রকৃতির অরণ্য ধ্বংস হলে মানুষের মনও যে বিপন্ন হয়, সমাজে বিদ্বেষ ছড়ালে ব্যক্তির আত্মাও যে কলুষিত হয়; এই অদ্বৈত বোধই হবে আগামী দিনের পাথেয়।

আমাদের বর্তমান সংকটটি কেবল পরিবেশগত নয়, এটি আগাগোড়াই এক আধ্যাত্মিক সংকট। মানুষ এই ধরিত্রীকে কেবলই ভোগের বস্তু হিসেবে দেখেছে, কখনো তাকে 'মাতা' বা আত্মীয়রূপে সম্মান করেনি। সে নদীকে বাণিজ্যের পথ বানিয়েছে, অরণ্যকে সম্পদে পরিণত করেছে, এমনকি মানুষের শ্রমকেও যন্ত্রাংশে নামিয়ে এনেছে। এর ফলে সভ্যতা যেন ভেতর থেকেই শোষিত ও ক্লান্ত। আজকের সমাজে যে বিপুল উদ্বেগ, হতাশা আর অবসাদ, তা কেবল ব্যক্তিগত ব্যাধি নয়; তা হলো এই সভ্যতার আত্মিক মুমূর্ষু অবস্থার লক্ষণ।

তবুও এই তমসার মাঝে আশার আলো বর্তমান। কারণ মানুষ এখনও সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রে পরিণত হয়নি। আজও কোনো নিস্পাপ শিশুর হাসি দেখলে মানুষের হৃদয় বিগলিত হয়। আজও কোনো গভীর কবিতা মানুষের চোখে জল এনে দেয়। আজও নির্জন রাতে অসীম নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ পরম সত্তার কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করে। এই পবিত্র অনুভূতিগুলোই মানবতার শেষ আশ্রয়স্থল।

আগামী পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হবে; মানুষ কি তার নিজের তৈরি যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নাকি যন্ত্রই মানুষের চেতনাকে গ্রাস করবে? এই প্রশ্নের উত্তর কোনো সরকারি আইন বা নীতির মধ্যে নেই; এটি নির্ভর করছে মানুষের আত্মিক পরিণতির ওপর। যদি মানুষ নিজের ভেতরের শূন্যতাকে পূরণের পথ খুঁজে না পায়, তবে সে আরও বেশি করে জড়বাদের দিকে, ভোগের দিকে ও বিভাজনের দিকে ধাবিত হবে। কিন্তু সে যদি পুনরায় সম্পর্ক, নীরবতা এবং করুণার মূল্য অনুধাবন করতে পারে, তবেই এক নতুন ও সুন্দরতর সভ্যতার পুনর্জন্ম সম্ভব।ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিটি নবজাগরণের সূচনা হয়েছে এমন কিছু মানুষের হাত ধরে, যাঁরা প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্যকে অন্বেষণ করেছেন। বুদ্ধ, সক্রেটিস থেকে শুরু করে এদেশের লালন বা রবীন্দ্রনাথ;তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে ছিলেন একাকী পথিক। কিন্তু তাঁরা মানুষের চেতনার গভীরে এমন এক সত্যের বীজ বপন করেছিলেন, যা পরবর্তীতে সভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছে। আজও হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে সেই শাশ্বত চেতনার বীজ রোপিত হচ্ছে। হয়তো আগামী শতাব্দী এই নীরব সাধকদের কথাই সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ কোনো পূর্বনির্ধারিত কপালের লিখন নয়। আমরা কোন চেতনাকে বরণ করে নিচ্ছি, তার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের আগামী। আমরা কি কেবলই তথ্যসর্বস্ব জীব হয়ে উঠব, নাকি অনুভূতির আধারে পরিণত হব? আমরা কি কেবল বাহ্যিক নৈপুণ্যের চর্চা করব, নাকি অন্তরের প্রজ্ঞাকেও বিকশিত করব? আমরা কি এই পৃথিবীকে কেবলই একটি বাজার ভাবব, নাকি এক জীবন্ত সম্পর্কের পবিত্র ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করব?এই প্রশ্নগুলির উত্তর আজও অসম্পূর্ণ। কিন্তু একটি ধ্রুব সত্য এই যে, সভ্যতার প্রকৃত পুনর্জন্ম কোনো যান্ত্রিক গবেষণাগারে নয়, তা শুরু হবে মানুষের হৃদয়পদ্মের গভীরে। কারণ দিনশেষে মানুষকে তার যন্ত্র, সাম্রাজ্য বা অর্থনীতি বাঁচিয়ে রাখে না; তাকে বাঁচিয়ে রাখে তার প্রেম, করুণা ও অনুভব করার ঐশী ক্ষমতা। আর ঠিক সেই কারণেই, ইতিহাসের এই চরম সংকটময় মুহূর্তে দাঁড়িয়েও মানুষের প্রতি, মানবসত্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আশা অমলিন রয়ে যায়।

আনন্দ বাগচীর কবিজীবনে বাঁকুড়া প্রকৃত অর্থেই মল্লভূমি হয়ে উঠেছিল!

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিল্প-সাহিত্যে মনন ও হৃদয়ের রসায়ন অত্যন্ত অস্পষ্ট । সেক্ষেত্রে সৃজনবিশ্বে সময়ের হাতছানি কতটা সক্রিয়, তা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলাও সম্ভব নয় ।আপাতভাবে যা রিক্ততাবোধে নিঃস্বপ্রায়, তাই আবার শূন্যতার পূর্ণতাবোধে নতুন দিগন্তের উন্মোচনে সক্রিয় মনে হয় । সেখানে অভাবের মধ্যেই স্বভাবের আভিজাত্যবোধ নানাভাবে হাতছানি দেয় । তার পরিচয় কবিজীবনেও লক্ষ করা যায় । সময়ের খরায় সেখানে কবিজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, সৃষ্টিতেও এসেছে বন্ধ্যা প্রকৃতি, তারপরেও কবি ফিরে পেয়েছেন নতুনতর গভীরতর জীবনসত্য । বাংসা সাহিত্যে একদা সাড়া জাগানো কবি আনন্দ বাগচীর(১৫ মে,১৯৩২-৯জুন, ২০১২) মধ্যেই তা প্রতীয়মান । তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময়(১৯৫৬) থেকেই কবিতাযাপনকে আপন করে নিয়েছিলেন । তাঁর সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেন আর 'এক ডাকসাইটে কবি' দীপক মজুমদার । সেই ছাত্রজীবনেই আনন্দ বাগচী উদীয়মান কবি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কৃত্তিবাসী কথাপ্রসঙ্গে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর কথায় '১৯৫৩ সালের বর্ষাকালে (শ্রাবণ ১৩৬০) প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা কৃত্তিবাস । আমি তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র, বয়েস উনিশ । কারাবাসের কারণে দুটি বছর নষ্ট হওয়ায় দীপক (দীপক মজুমদার) পড়ে ফার্স্ট ইয়ারে স্কটিশচার্চ কলেজে ; তাঁর সহপাঠী আনন্দ বাগচী, যাঁর কবিতা তখন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় ।ও-রকম খ্যাতিমান একজনকে সম্পাদকমণ্ডলীতে নিয়ে আমরা পত্রিকায় গৌরব বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলাম ।' আবশ্য প্রথম তিনটি সংখ্যার পর আনন্দ বাগচী 'কৃত্তিবাস' থেকে সরে আসেন । অন্যদিকে সেই 'কৃত্তিবাসী-প্রকাশন' থেকেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বগত সন্ধ্যা' প্রকাশিত হয় ১৩৬০-এ এবং কবি হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন । সাহিত্যের অন্য শাখাতে বিশেষ করে কথাসাহিত্যেও নিজেকে মেলেধরেন তিনি । অথচ মনে তাঁর কলকাতা, প্রাণে কবির বাস । তার পরিচয় তাঁর উপন্যাসেই প্রতীয়মান । প্রথম উপন্যাস 'চকখড়ি'('অমৃতধারা'য় ১৯৫৮, বইআকারে ১৯৬১) থেকে প্রথম কাব্যোপন্যাস 'স্বকালপুরুষ'(১৩৭০) সর্বত্রেই তা ছড়িয়ে পড়েছে । কাব্যভুবনেই ছিল তাঁর স্বকীয় বাসভূমি । সেই ভুবনেই আনন্দ বাগচীর বিস্তার ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র । ১৩৬৬-তে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'তেপান্তর' প্রকাশিত হয় । একাধিক আধুনিক কবিতা-সংকলনেও তাঁর বিস্তার ঘটে । আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'(১৩৬৩) ও বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'য়(১৯৬৩) তাঁর কবিতা স্বচ্ছন্দে স্থান লাভ করে ।

বাংলা কাব্যের সেই উদীয়মান কবিপ্রতিভাকে প্রকাশের মধ্যাহ্নে পৌঁছানের পরিসরেই তা থেকে দূরত্ব বাড়াতে হয়েছিল । তীব্র অনিচ্ছা নিয়েই একপ্রকার বাধ্য হয়ে আনন্দ বাগচী ত্রিশ বছর বয়সে (১৯৬২তে) বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছিলেন । সেখানে তাঁর ষোলোটি বছর (১৯৬২-১৯৭৮) অতিবাহিত হয় । তাঁর সেই অনাসৃষ্টির বেদনামুখর দীর্ঘ কালপর্বের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন 'দেশ'-এ প্রকাশিত (সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৭) স্মৃতিকথায় । সেদিনের সেই সময়ের খরা আকস্মিক হলেও অস্বাভাবিক ছিল না । আনন্দ বাগচী নিজেই সেকথা পরোক্ষে জানিয়েছেন 'আমার অজ্ঞাতবাস এবং নির্বাসনের পালা শুরু হতে যাচ্ছে এই সময় । প্রেমের দায়ে প্রায় আকণ্ঠ ডুবে আছি তখন । লেখালেখি, বন্ধুবান্ধব, আড্ডা--সামাজিক সব বন্ধনগুলোই আলগা হতে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে । এইভাবে প্রায় বছর দুই প্রেম নামক বেকার ভাতায় দিনযাপন প্রাণধারণ করে কলকাতা থেকে আচমকা বিদায় নিলাম ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬১-তে আনন্দ বাগচীর সঙ্গে সঙ্গীতশিল্পী মানসী পালের বিয়ে হলেও তা অস্থায়িত্বের দিকে এগিয়েছিল । বছরকয়েকের মধ্যে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদও ঘটে । অন্যদিকে 'কলকাতা থেকে মাত্র একশচুয়াল্লিশ মাইল দুরে'র বাঁকুড়াতে এসে তাঁর বিচ্ছেদবিরহ তাঁকে কুরে কুরে খেত । সেকথা তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন । তাঁর কথায় 'প্রাচীন পুঁথির মত ধুলোয় ভরা এই আদিম শহর এবং শহরতলী......শাল পিয়াল মহুয়া সেগুনের পাতা পোড়ানো লু......প্রবল জ্বরের ঘোরের মত এর আসন্ধ্যা দুপুর আমাকে নিঃশব্দে কেড়ে নিল ।' বাঁকুড়া সেই রিক্ত পরিসর তাঁকে শুধু নিঃস্ব করে তোলেনি, সৃজনবিশ্বে বিচ্ছিন্নতাবোধেও সক্রিয় করে তোলে । আনন্দ বাগচীর ভাষায় 'বাঁকুড়া আমার জীবনে প্রকৃত অর্থেই মল্ল-ভূমি । দুঃখ-মৃত্যু-সফলতা-বিচ্ছেদ মিলিয়ে কেবল ঘটনার পর ঘটনা, কেবলই ভাঙচুর আর একলা হওয়ার ইতিহাস; উপচে-পড়া সময়ের নিস্তরঙ্গ গুরুভার বহন করে যাওয়া । এই সময়টা বলতে গেলে আমার না-লেখার নৈরাজ্য । যা লিখেছি সে নিতান্তই অনিয়মিত অভ্যাসবশে, বা বাইরের ফরমাসে ।' সেই সময়ের খরাতে প্রথম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তাঁর 'স্মৃতিজীবী কলকাতা'র আধারে লেখা 'স্বকাল পুরুষ' । সুশীল রায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে লেখা কাব্যোপন্যাসটি তাঁর 'ধ্রুপদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । অন্যদিকে বাঁকুড়াবাসের উপান্তে তাঁর তৃতীয় কাব্য 'উজ্জ্বল ছুরির নীচে'(১৯৭৭)ও বেরিয়েছে । স্থানিক দূরত্বে কলকাতার যাপনকে কবি ভুলতে পারেননি, বরং বিচ্ছেদবোধে তার স্মৃতি আরও সুধা হয়ে উঠেছে । সেই সুধাপানে কখনও-সখনও কলকাতায় ছুটে গিয়েছেন । কবিতাযাপনেও ভিড়েছেন । ১৯৬৬-তে ৭ মে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটার ঐতিহাসিক 'কবিতা-ঘণ্টিকী'র 'প্রতি ঘণ্টায় একটি' কাব্যপত্রের সম্পাদনাতেও সামিল হয়েছিলেন। সেখানে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও শান্তনু দাসের সঙ্গে আনন্দ বাগচীও সম্পাদক ছিলেন । অন্যদিকে বাঁকুড়াতেও তাঁর 'অনিয়মিত' সাহিত্যচর্চার পরিচয় বর্তমান ।

আসলে আনন্দ বাগচী বাঁকুড়ার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁর সৃজনশীল মননকে নানাভাবে বিস্তার করায় সক্রিয় হয়েছিলেন । এজন্য দলবেঁধে যেমন পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন, তেমনি আবার তাতে লেখনীধারণও করেছেন । শুধু তাই নয়, কলকাতার পত্রিকাতেও লিখেছেন । বাঁকুড়ার অবনী নাগকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে মাসিক পরে ত্রৈমাসিক 'পারাবত' সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন । বছরচারেক (১৩৭২-১৩৭৬) চলেছিল পত্রিকাটি । এতে প্রথম সংখ্যাতেই আনন্দ বাগচীর উপন্যাস 'আক্ষেপানুরাগ' প্রকাশিত হয় । 'পারাবত'-এর প্রথম বর্ষের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় তিনি 'শ্রীহর্ষ' ছদ্মনামে 'রূপান্তর' শীর্ষক নাটকও লিখেছিলেন । অন্যদিকে অবনী নাগ ও বিবেকজ্যোতি মৈত্রের সঙ্গে একটি ভিন্নধর্মী ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা 'বৃশ্চিক' সম্পাদনা করেছিলেন তিনি । সেটি ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত চলেছিল । আবার তাঁর লেখা উপন্যাস 'খোয়াই' কলকাতার 'প্রসাদ' পত্রিকায় ১৯৭৭-এর এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । বাঁকুড়ার শুষ্ক পরিসরে আনন্দ বাগচী তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় সাহিত্যচর্চার পরোক্ষে প্রাণের সঞ্চার করে যেভাবে নিজেকে সজীবিত করতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর সাহিত্যের বহুমুখী বিস্তার সক্রিয় হলেও স্বীয় কবিজীবনের শূন্যতাবোধ তাঁকে কখনো স্বস্তি দেয়নি । এজন্য 'দেশ'-এর সম্পাদনার দায়িত্বে কলকাতায় ফিরে গেলেও তাঁর তীব্র কবিসত্তায় ফিরে আসার সম্ভাবনায় আশাবাদী হতে পারেননি । তাঁর কথায় 'কলকাতায় ফিরে এসেছি কিন্তু এখনো আমার না-লেখার পর্বই চলেছে । ইতস্তত কিছু খাপছাড়া গদ্যে কলম জ্বালিয়ে রাখলেও মন তৈরী হয়নি এখনও । যতদূর তাকিয়ে আছি কবিতার চিহ্নও নেই ।....নতুন বিষয় নতুন মাধ্যম খুঁজছি, পাচ্ছি না, পাবো কিনা তাও জানি না । সেই বয়স নেই আবেগ হারিয়ে গেছে ।' আনন্দ বাগচীর সেই আত্মসমীক্ষা তাঁর বাংলা কবিতায় বিস্মৃতির মধ্যেই প্রতীয়মান । সেখানে তাঁর সাহিত্যের বহুমুখী বিস্তারে কবি আনন্দ বাগচীর পরিসর ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে । তাঁর বাঁকুড়ার জীবন সেখানে ব্যর্থতার আধার হয়ে ওঠে । অবশ্য বাঁকুড়াকে তিনিও ভুলে যাননি । তাঁর সঙ্গে বাঁকুড়ার সংযোগ আজীবন অটুট ছিল । আনন্দ বাগচী যখন জীবনের শেষ পর্যায়ে অসুস্থ অবস্থায় পঙ্গুপ্রায় হয়ে হালিশহরে দীন-হীন সঙ্গীন অবস্থায় পড়েছিলেন, তখনও বাঁকুড়ার সুহৃৎদের পাশে পেয়েছিলেন । অবনী নাগের নেতৃত্বে 'আনন্দ বাগচী সাহায্যার্থ কমিটি' গড়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ২০১২-তে তাঁকে নিয়ে 'পারাবত' পত্রিকা সংখ্যা প্রকাশ করে সম্মান জানিয়েছে । আনন্দ বাগচীও তাঁর 'প্রথম প্রেম'(১৯৮১) উপন্যাসটি উৎসর্গে বাঁকুড়াকে স্মরণ করেছেন । যে-চারজনকে উৎসর্গ করেছেন, তার মধ্যে অবনী নাগও রয়েছেন । অন্যদিকে আলোকে নিবিড় ভাবে পাওয়ার মধ্যেই অন্ধকারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না, উভয়ের পারস্পরিক স্থিতির মধ্যে চলমান জীবনের পরশ পাওয়ার জন্যও তা আবশ্যক হয়ে ওঠে । আনন্দ বাগচী সেই শূন্যতাবোধের মধ্যেই তার হদিশ পেয়েছিলেন । তাঁর 'এবং তারপর' কবিতার সূচনাতেই উঠেছে সেই অভিজ্ঞান, 'জন্ম মৃত্যু নয়, শেষ কথা বুঝি চুপ করে থাকা ।' কবির সেই অমোঘ উচ্চারণ নিবিড়তা লাভ করেছে কবিতার শেষে 'একজন অন্ধকারে, অন্যজন আলোতে বসেছে, / দুজনেরি রয়ে গেল দুজনের কাছে বহু ঋণ ; / মৃত্যু বারবার এই জীবনের মুখ চেয়ে বাঁচে / দিনের হৃদয়ে রাত্রি রাত্রির হৃদয়ে কাঁদে দিন ।' সেখানে বাঁকুড়ার শূন্যতাবোধের আধারে আনন্দ বাগচীর কবিমানসে পূর্ণতার অভিব্যক্তি প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে এসেছে কবিসুলভ সত্যতায়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দছক ১৬১

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. সরকারী অর্থসাহায্য ৪. গোলাম ৬. দুই ও চার-এর মধ্যবর্তী ৭. লোচন ৯. পশ্যাদির স্ত্রীজাত ১০. বিবরণ ১১. নূপুর-ধ্বনির ভাবশব্দ ১২. সমাপ্ত ১৪. এলাকা ১৫. প্রতিজ্ঞা ১৬. বালুকাময় স্থান ২৭. রাজার শাসিতবর্গ ১৮. ছিদ্র ১৯. মৌল পদার্থের শেষ খণ্ডিত অংশ

ওপর-নিচ: ১. ভীষণ ওজনদার ২. লবণ ৩. ননদকে আদুরে সম্বোধন ৫. ডাঁটার এক প্রজাতি ৮. সদ্য যৌবনপ্রাপ্তি ৯. মাঝি ও সমগোত্রীয় মানুষজন ১২. বিকৃতি ১৩. হাঁটগাড়া ১৪. দেব-দেউল ১৭. যথার্থ জ্ঞান

সমাধান ১৫৯ — পাশাপাশি: ১. অবদান ৩. কমলা ৫. বালা ৬. গব্যঘৃত ৯. শত ১০. অভিন্ন ১১. কাতর ১৩. ইরা ১৪. মানচিত্র ১৮. গাঢ় ১৯. পাথর ২০. বারতা

ওপর-নিচ: ১. অগ্নি ২. দাতব্য ৩. কলা ৪. লাভা ৫. বাত ৬. গত ৭. ঘৃণিত ৮. অভিরুচি ৯. শব্দ ১১. কারাগার ১২. রমা ১৫. নজর ১৬. ত্রয় ১৭. কাঁপা

আজকের দিন

- **১৯৬০** — পদার্থবিজ্ঞানী থিওডোর মাইম্যান ক্যালিফোর্নিয়ার মালিবুতে প্রথম কার্যকরী লেজার পরিচালনা করেন।
- **১৯৭৫** — জাপানি পর্বতারোহী জুনকো তাবেই মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছান।
- **১৯৯১** — রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়া প্রথম ব্রিটিশ সম্রাট বা সম্রাট হয়েছিলেন।

জন্মদিন

নটবর সিং

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নটবর সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভিকি কৌশলের জন্মদিন।*

চর্চাবাসর ১৪৫

'একলব্য' (Ekalavya) শব্দটি একটি সংস্কৃত মূল থেকে এসেছে, যা মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্রটিকে নির্দেশ করে। সংস্কৃত মূল এক (Eka - এক/অদ্বিতীয়) + লভ্য (Lavya - লভ্য/অর্জনযোগ্য বা লক্ষ্য)। শব্দার্থ এটি এমন একজনকে বোঝায় যিনি নিজের লক্ষ্য বা জ্ঞান নিজের চেষ্টাতেই লভ্য বা অর্জন করেছেন (স্বতঃশিক্ষিত)।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হরিশ্চন্দ্রপুরে যুবকের মৃত্যু ঘিরে পুলিশ-জনতার খণ্ডযুদ্ধ

গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল নেতা-সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুরসিদা এলাকা। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভকারীদের ইটবৃষ্টি এবং পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চাঁচল মহকুমার কুরসিদা এলাকা। বিক্ষোভকারীদের ইট ও পাথরের আঘাতে জখম হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কর্তব্যরত তিনজন পুলিশ কর্মী। ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশের একটি চার চাকার গাড়িও। পাল্টা এই উত্তেজনা থামাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। পরে অভিযান চালিয়ে এলাকার দুই তৃণমূল নেতা-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে টহলদারি শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম হাসান আলি (২১)। এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন মৃতের এক দিদি দুলি খাতুন (৩০)। দুজনের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানকিবাড়ি এলাকায়। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বাইকে দিদিকে চাপিয়ে হাসান এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। কুর্সিদা মোড়ের কাছে রাজ্য সড়কে সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই মোটরবাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে মাথায় চোট পেয়ে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। জখম হন মৃতের দিদি। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি বেগতিক দেখে লরি ফেলে পালিয়ে যায় চালক। এরপরই আহত মহিলাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। পাশাপাশি মৃত যুবকের দেহ রাস্তায় আটকে শুরু হয় অবরোধ ও বিক্ষোভ। এই পরিস্থিতিতেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলে, বিক্ষোভকারীরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশের একটি চার চাকার গাড়ি ভাঙচুর করে। ইট ও পাথর ছুড়তে থাকে। তাতে তিন পুলিশ কর্মী জখম হন। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল মহকুমা পুলিশের পদস্থ কর্তারা। তারপরে বিক্ষোভ ও হামলা ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ।

এদিকে মৃত যুবকের মা আকালি খাতুনের অভিযোগ, 'বাড়ি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে আমার দুই ছেলেমেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গিয়ে দেখি রাস্তায় রক্তাক্ত ছেলের দেহ পড়ে রয়েছে। আত্মীয়দের সঙ্গে আমিও প্রতিবাদে গর্জে উঠি। সেই মুহূর্তে পুলিশ লাঠির বাড়ি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়। অন্যান্যদের সঙ্গে কুকুর, ছাগলের মতো লাঠিপেটা করা হয়। তারপরই কিছু মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা ইট পাটকেল ছোড়ে।' এদিকে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কুর্সিদা স্ট্যান্ড এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল। এখানেই রয়েছে রাজ্য সড়ক। কিন্তু মাঝেমধ্যেই বেপরোয়া ভাবে যানবাহন চলাচল করে। দীর্ঘদিন ধরে এখানে ট্রাফিক ব্যবস্থা দাবি জানানো হলেও প্রয়োজনীয় কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যার কারণে এভাবেই দুর্ঘটনায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'কোনরকম লাঠিচার্জ করা হয়নি। পুলিশের ওপর হামলা ও কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে দুই তৃণমূল নেতা-সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান নুর আজম ও স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা তাজমুল হক। বাকি ৩ জনের নাম নজরুল শেখ, গোলাম আহমেদ এবং জুলফিকার আলি। এই ঘটনার সঙ্গে আরো যারা যুক্ত রয়েছে এবং উস্কানি দিয়েছে তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

দীর্ঘদিন প্রধান অনুপস্থিত, পরিষেবা বন্ধ পঞ্চায়েতে

খোঁজে গ্রামে পড়ল পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর চন্দ্রকোনায় এক প্রধানের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জরা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই প্রধানের খোঁজে গ্রামবাসীরা পোস্টার লাগিয়েছেন।

চন্দ্রকোনা ১ ব্লকের জরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উমাশঙ্কর চৌধুরী পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না। ফলে, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রয়োজনীয় সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা প্রধানের খোঁজে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পোস্টার লাগিয়েছেন।

ওই পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য অভিজিৎ গড়াই জানান, 'পঞ্চায়েত প্রধান ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িত। প্রধানের অনুপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই আমরা প্রধানের কাজকর্মের তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে প্রধানকে ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দিচ্ছি। তিনি ফিরে এলে প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে পুনরায় শুরু হবে।' গ্রামবাসীরাও অভিযোগ জানিয়েছেন, প্রধান অফিসে উপস্থিত না থাকায় তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান উমাশঙ্কর চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অসুস্থ থাকার কারণে তিনি পঞ্চায়েত অফিসে যেতে পারেননি। আগামী সপ্তাহ থেকে তিনি পুনরায় অফিসে আসার আশ্বাস দিয়েছেন।

জাতীয় পতাকা হাতে বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এখন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা বিজয় মিছিল করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছেন। তবে রাজ্যে বিজেপি দল গঠন হওয়ার সময় থেকেই যে সমস্ত কর্মীরা বিজেপির ঝান্ডা ধরে এতদিন রাজনীতি করে এসেছিলেন সেই সমস্ত প্রবীণ ও পুরাতন বিজেপি কর্মীদের সংবর্ধনা জানিয়ে কাঁকসার তিন নম্বর কলোনিতে বিজয় মিছিল করলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। এদিন তিন নম্বর কলোনির ফুটবল ময়দানে কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থক একত্রিত হন। সেখানে পুরাতন বিজেপি কর্মীদের উত্তরীয় পরিয়ে তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপরই শুরু হয় বিজেপির বিজয় মিছিল। গ্রামের কয়েকশো মহিলা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলে যোগদান করেন। বিজেপি নেতা পরিতোষ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'রাজ্যে যখন বিজেপির কিছুই ছিল না। তখন সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বহু বিজেপি কর্মী। অনেকে পঞ্চয়েতে প্রার্থী হয়ে মারও খেয়েছেন। বর্তমানে রাজ্যে শাসক দল বিজেপি। কিন্তু পুরনো কর্মীদের কোনোভাবেই ভোলা যাবে না। তাই পুরনো এবং প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা জানিয়ে গ্রামের মানুষকে ধন্যবাদ জানাতেই এদিন মিছিলের আয়োজন করা হয়।' এই মিছিল থেকে তারা বার্তা দেন, রাজ্যে সুশাসন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাধারণ মানুষের জন্য নানান কাজ করবেন।

মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রভাব খাটিয়ে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের অভিযোগ ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর মানস রায়ের। দলেরই কেউ প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন দুর্গাপুর নগর নিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর মানস রায়। প্রসঙ্গত, প্রতারণা ও তোলাবাজির অভিযোগে বৃহস্পতিবার মানস রায়কে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় মানস রায় দাবি করেন, 'দলের কেউ প্রভাব খাটিয়ে আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে।' উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্ট করেছিলেন মানস রায়। তারপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও তোলাবাজির অভিযোগ সামনে আসে এবং পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

বেআইনি লোহার কারবারিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিজেপি বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শুক্রবার দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার সামনে এই বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রাজা গুন নামে এক অভিযুক্ত লোহা কারবারিকে পুলিশ আটক করলেও, পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কেন ওই অভিযুক্তকে আটক করার পর মুক্তি দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অভিযুক্তকে অবিলম্বে ফের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং বেআইনি লোহা চক্রের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানার সামনে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিজেপি নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী।

অবৈধ ভাবে নিয়ে যাওয়া গোরুর পথ রুখলেন রেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: অবৈধ গোরু রাস্তায় আটকে দিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা রেখা পাত্র। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার দুলদুলি ফেরিঘাট এলাকায়। এদিন ফেরিঘাট এলাকায় একটি ১০৭ গাড়ি করে কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবৈধভাবে গোরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ওই এলাকায় পৌঁছায় হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা রেখা পাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ওই অবৈধ গোরু গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন তিনি। তারপর ওই সমস্ত গোরুগুলো রাস্তার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বেঁধে রেখে বিচুলি ও জল খাওয়ার ব্যবস্থা করেন বিধায়িকা। সবটাই পুলিশের হাতে তুলে দেন তিনি। বিধায়িকার দাবি, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবৈধ গোরু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গোরু অবৈধভাবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এবং তারমধ্যে বহু গোরুর বয়স ৩-৫ বছরের মধ্যে। সেগুলি বিক্রি বা কেনার কোনও অনুমতি নেই বলেই তাঁর দাবি। তখনই ওই সমস্ত গোরুগুলোকে আটকে দেন বিধায়িকা। তিনি এদিন আরও অভিযোগ করেন, গোরু ব্যবসায়ীরা তাঁর নাম করে বিভিন্ন থানার আধিকারিকের সহায়তায় গোরুর ব্যবসা চালাচ্ছে। তার কাছে সূত্র মারফত সেই খবর এসেছে বলে তিনি জানান। সেই ব্যাপারে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, রেখা পাত্র কোনও অবৈধ কাজের সঙ্গে থাকে না এবং অবৈধ কাজ করতেও দেবেন না। তিনি পুলিশ প্রশাসনকে সচেতন হতে অনুরোধ করেন। অন্যথায় তিনি কড়া ব্যবস্থা নেবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন এদিন।

অ্যাকশন মুডে পুলিশ, হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের ফাইন করে শাস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রাজ্যজুড়ে 'অ্যাকশন মুডে' পুলিশ। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার যে নির্দেশ রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছিল, বৃহস্পতিবার থেকেই তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই সূত্র ধরে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে খোদ বর্ধমান শহরের প্রাণকেন্দ্র কার্জন গেট চত্বরে চলে জোরদার তল্লাশি অভিযান। শুক্রবার সকাল থেকেই কার্জন গেট এলাকায় মাইক লাগিয়ে ট্রাফিক সচেতনতার প্রচার চালানোর পাশাপাশি দেখা যায় বর্ধমান শহরের ট্রাফিক পুলিশকে। হেলমেটবিহীন বাইক দেখলেই পুলিশ কর্মীরা ছুটে গিয়ে তাদের ধরেন। শুধুমাত্র জরিমানাই নয়, বাইক আরোহীদের দুর্ঘটনার ভয়াবহতা নিয়ে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়। পাশাপাশি, গাড়ি চালানোর সময় হেডফোন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ট্রাফিক ওসি চিন্ময় ব্যানার্জি জানান, 'জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাঁরা প্রতিনিয়ত মানুষকে সচেতন করছেন। বারবার সতর্ক করার পরেও যারা ট্রাফিক আইন অমান্য করছেন, কেবল তাদেরই ফাইন করা হচ্ছে। শুধু কার্জন গেট নয়, বর্ধমান শহরের প্রতিটি মোড়ে এই অভিযান লাগাতার চলবে। তাঁদের মূল লক্ষ্য হল শহরকে দুর্ঘটনা মুক্ত রাখা। পুলিশের এই কড়াকড়িকে সাধুবাদ জানান জেলাবাসী।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাদের নামে উল্লিখিত তারিখের বিরুদ্ধে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে, উক্ত বিধিমালার নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া চার্জ প্রযোজ্য হবে, যার পরিমাণ এবং সুদের জন্য।

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা লোন অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সৌমিত্র হাজরা, শ্রী সনৎ হাজরা এবং শ্রীমতি দিপালী হাজরা, নিবাস ভিটিসি-নস্করপুর, পো ঃ কেশবচক, তারকেশ্বর,হুগলি - ৭১২৪১০। লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৪২২০৩০৬৪৭১২ (এইচবিএল) এবং ৪২২০৩০৬৬২৫৪ (সুরক্ষা) এবং ৪২২৯৫৮২৩৪৩৫ (টপ আপ) শাখার নাম : আরএসিপিসি হাওড়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ০৯ শতক তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাপ এরিয়া ১১০০ বর্গফুট একতলায় এবং দোতলায় পরিমাপ ১১০০ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত আরএস দাগ নং ১২২৪, এলআর দাগ নং ৬৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৯১৯/৩, মৌজা- লস্করপুর, জেএল নং ১৩, থানা : তারকেশ্বর , জেলা : হুগলি, তালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ চৌহদ্দি : উত্তরে : হারাধন দাস এর সম্পত্তি। পূর্বে : পুকুর। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : উৎপল কর্মকার এর ভবন। সম্পত্তি শ্রী সনৎ হাজরা এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১৮০২৯২৪ -২০১৬ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৮-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫২৮০৭ থেকে ৫২৮২৯, অফিস এডিএস ৩ তারকেশ্বর, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ২৪.০২.২০২৬ ২) ১৩.০৫.২০২৫ ৩) ৩১,৬৭,১৫৪.০০ টাকা **(একত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার একশ চুয়ান্ন টাকা) টাকা ২৪.০২.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুজিত দত্ত, নিবাস ১০৮, নরসিংহ দত্ত রোড, খুরুট, হাওড়া- ৭১১১০১। লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৩৮৮৮২৯৯৫৩৩০ (এইচবিএল) এবং ৩৮৮৮২৯৭৬৩৩৮ (সুরক্ষা) শাখার নাম : আরএসিপিসি হাওড়া**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জিম পরিমাপ ৪ কাঠা কমবেশি তদস্থিত এক তলা সিমেন্ট মেঝে বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৯৯০ বর্গফুট, তিন বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক বাথ, সিএস খতিয়ান নং ৫০০/২, আরএস খতিয়ান নং ৪৯২, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৩৮৬, বর্তমান এলআর খ তিয়ান নং ৬৪৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫১২, জেএল নং ৮, তৌজি নং ৩৯৮৯, মৌজা - আলতারা, থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, পূর্ব হোল্ডিং নং ৫১২, আলতারা রোড, বর্তমান হোল্ডিং নং ৯৭৯/এ, আলতারা রোড, (রায় পাড়া, মানকুন্ডু),ওয়ার্ড নং ২৮, চন্দননগর পুরসভা অধীন, সংশ্লিষ্ট সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত জেলা রেজিস্ট্রি অফিস হুগলি, এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস চন্দননগর, চৌহদ্দি : (রোড জোন থেকে দূরে) উত্তরে : পুকুর,দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৫০৯ এবং ৫১০, পূর্বে : জমি দাগ নং ৫১৩ এবং ৫১৪। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রোড এবং অবশিষ্ট জমি দাগ নং ৫১২। সম্পত্তি শ্রী সুজিত দত্ত এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০৩০৬৭৮৮ -২০১৯ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৮৩০৩৮-২৮৩০৬২, অফিস এআরএ -৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ১৯.১২.২০২৫ ২) ১৩.০৫.২০২৬ ৩) ১৯,৭১,৭৫৮.০০ টাকা **(উনিশ লাখ একাত্তর হাজার সাতশ আটান্ন টাকা) টাকা ১৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ১৩.০৫.২০২৬, স্থান - হুগলি **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি, হাওড়া**

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১০৩, ইমেল আইডি : sbi.64202@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণের) অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী অভিজিৎ সাঁই এবং শ্রীমতি শম্পা দাস,** ফ্ল্যাট ১এইচ, ব্লক ৩, পূজা রেসিডেন্সি, ৭০ মেডানমোল্লা, মহামায়াপুর, পো : গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪। **পিএলএপি -৪২১৩০৩৪৫৯০০। শাখা : এসবিআই ফরতাবাদ শাখা।**	**সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ :** দলিল নং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৩৪০৩ থেকে ১৩৩৪৪৬, দলিল নং ১৬০৪০৪৯৩২ -২০১৬ সালের। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এইচ, দোতলায় ব্লক ৩, বহুতল ভবনে নাম **"পূজা রেসিডেন্সি"**, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১১৩৭ বর্গফুট** এবং দুই কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ এরিয়া **১২০ বর্গফুট** প্রতিটি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া **১৭ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৯ বর্গফুট** কমবেশি অবস্থিত মৌজা - বারহংসফরতাবাদ, জেএল নং ৪৭, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ৬২০ এবং ৬২৭, আরএস খতিযান নং ২৩৫ বেং ৮৪৯, আরএসএম ওয়ার্ড নং ২৮, হোল্ডিং নং ৭০১, পশ্চিম/মহামায়াপুর, থানা : সোনারপুর, এডিএসআর সোনারপুর , জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** দোতলা ভবন। **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া রোড। **পূর্বে :** দোতলা ভবন, আরটি শেড, ১৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** জি-৩ তলা ববন। সম্পত্তি **শ্রী অভিজিৎ সাঁই এর নামে।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১১.০৫.২০২৬ এবং এনপিএ তারিখ ০৬.০৫.২০২৬	পিএলএপি - ৪২১৩০৩৪৫৯০০ ২৮,৬৯,১৮৩.৯১ টাকা (আঠাশ লাখ উনসত্তর হাজার একশ তিরাশি টাকা এবং একানব্বই পয়সা) ০৬.০৫.২০২৬ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৬.০৫.২০২৬
স্থান - বারুইপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী প্রদীপ চন্দ্র,** পিতা লক্ষ্ম চন্দ্র এবং শ্রীমতি মিস্টু চন্দ্র স্বামী প্রদীপ চন্দ্র। শাখা : **শেওড়াফুলি**	**১৯.০১.২০২৬ এবং ১৫.০৫.২০২৬**	**২৬,৯৩,৮১৭.৮১ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ তিরানব্বই হাজার আটশ সতের টাকা এবং একাশি পয়সা) ১৮.০১.২০২৬ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল জমির পরিমাণ মোট ১ কাঠা ১৩, ছটাক (কমবেশি) এবং ভবন নির্মিত , জেলা : হুগলি, এডিএসআর শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী পুরসভা ওয়ার্ড নং ১, ৫৯/ডি, ঘোষাল পাড়া লেন, বিবেকানন্দ সরণি, জেএল নং ১২, মৌজা-নবগ্রাম : ১) আরএস খতিয়ান নং ১৭৪, এলআর খতিয়ান নং ২৩, আরএস দাগ নং ৩০২, এলআর দাগ নং ৩২৫, পরিমাপ ৪ ছটাক ৩৭ বর্গফুট কমবেশি এবং ২) আরএস খতিয়ান নং ২৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৪, আরএস দাগ নং ৩০৩, এলআর দাগ নং ৩২৩, পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক ৮ বর্গফুট কমবেশি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ১-০৬০৫-০৩৩৬০/২০১৯ তারিখ ০৬০৮.২০১৯, সম্পত্তি নং মিস্টু চন্দ্র। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (বিক্রয় দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
২	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ,** পিতা প্রয়াত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং শ্রীমতি স্নিগ্ধা ঘোষ পিতা প্রয়াত অরুণ কুমার ঘোষ। শাখা : **বেরেলা**	**২৩.১২.২০২৫ এবং ১৫.০৫.২০২৬**	**১২,০৫,৩৯৮.৯০ টাকা** (বারো লাখ পাঁচ হাজার তিনশ আটানব্বই টাকা এবং নব্বই পয়সা) ২২.১২.২০২৫ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ০৭ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত জেএল নং ৬, সাবেক আরএস খতিয়ান নং ৩৮৮ এবং ৩৯০, হাল এলআর খতিয়ান নং ৮৯৭, মৌজা -বেরেলা, এলআর দাগ নং ৪৭৩ এবং ৪৭৪, বেরেলা গ্রাম অধীন,জেলা -হুগলি, থানা : পাণ্ডুয়া, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দান দলিল নং ২৩১৩-২০০৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পাণ্ডুয়া, সম্পত্তি অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে। **চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী : উত্তরে :** রাম হাজরার জমি। **দক্ষিণে :** প্রয়াত বসন্ত স্বর্ণকারের জমি। **পূর্বে :** পঞ্চায়েত রোড। **পশ্চিমে :** অংশ দাগ নং ৪৭৪ এবং বসবাসের ভবন। **দায়বদ্ধ সম্পদ :** কৃষি পণ্য, মজুত এবং বুক ডেটস এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ঋণগ্রহীতার নামে।
৩	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সত্যব্রত রায়** পিতা শ্রী রামকৃষ্ণ রায়। শাখা : **সারদাপল্লি।**	**২৬.০২.২০২৬ এবং ১৫.০৫.২০২৬**	**২০৫২৬১৭.৯৫ টাকা** (কুড়ি লাখ বাহান্ন হাজার ছশো সতের টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) ২৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১ কাঠা ০৪ ছটাক কমবেশি তদস্থিত নির্মিত ভবন জেলা : হুগলি, এডিএসআর চন্দননগর, থানা এবং পুরসভা ভদ্রেশ্বর, ওয়ার্ড নং ৩ (নতুন), হোল্ডিং নং ১৭৮/১, মহল্লা -এন এস রোড চণ্ডীতলা, জেএল নং ১২, মৌজা-ভদ্রেশ্বর , আরএস খ তিয়ান নং ২১০১, আরএস দাগ নং ৫১৫ , এলআর দাগ নং ৫০৮, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২০২০- ২০১১ সালের তারিখ ০৩.০৮.২০১১, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ৩৫৮২ থেকে ৩৫৯৯, সম্পত্তি সত্যব্রত রায় এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** ছোটোন লাল রায় এর নামে সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** ১০ ফুট পুরসভা সড়ক। **পূর্বে :** লক্ষ্মী রানি রায় এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ৬ পুট পুরসভা রোড।
৪	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী প্রণবেশ সরকার,** পিতা শ্রী হারাধম সরকার, শ্রীমতি প্রিয়া সরকার (দাস) পিতা শ্রী বিমল দাস এবং মেসার্স এস এইচ ইনফোটেক, স্বত্বা : প্রণবেশ সরকারা। শাখা : **রাধাগোবিন্দনগর এবং হিন্দ মোটর।**	**০২.০২.২০২৬ এবং ১৫.০৫.২০২৬**	**২০,৭৬,৩২৯.৩৩ টাকা** (কুড়ি লাখ ছিয়াত্তর হাজার তিনশ উনত্রিশ টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) ০১.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন (হোল্ডিং নং ২৪/৩ বিবেকানন্দ কলোনি নং ২), অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা উত্তরপাড়া কোৎরং, উত্তরপাড়া কোৎরং পুরসভা অধীন, আরএস /সিএস খতিয়ান নং ১৩৫৮ এবং আরএস/সিএস দাগ নং ৯০৯, এলআর দাগ নং ৪০৯৯, মৌজা-কোৎরং, জেএল নং ৮, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৫২৯-২০১৬ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৬, পৃষ্ঠা ৮৬৪০৬ থেকে ৮৬৪২০ - ২০১৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃ অফিস অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার উত্তরপাড়া, সম্পত্তি শ্রী প্রণবেশ সরকার এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** সম্পত্তি আরএস দাগ নং ৯০৪ এবং ১৮ ফুট চওড়া রোড। **দক্ষিণে :** সম্পত্তি আরএস দাগ নং ৯১০। **পূর্বে :** সম্পত্তি আরএস দাগ নং ৯০৯। **পশ্চিমে :** ১৮ ফুট চওড়া রোড। **দায়বদ্ধ সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মজুত এবং বুক ডেটস/অস্থাবর রেখিত প্রেমিসেস /ইউনিট মেসার্স এস এইচ ইনফো টেক অবস্থিত ভদ্রকালী, হুগলি- ৭২২৩৩ (পব)।
৫	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী রাজেশ চৌধুরী,** পিতা কেদার চৌধুরী এবং শ্রীমতি স্বেতা চৌধুরী, স্বামী শ্রী রাজেশ চৌধুরী। শাখা : **শেওড়াফুলি**	**০৪.০২.২০২৬ এবং ১৫.০৫.২০২৬**	**৫,৮৯,৭৯৯.৫৪ টাকা** (পাঁচ লাখ উননব্বই হাজার সাতশ নিরানব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) ০৩.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০২, অবস্থিত ২য়তলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪২ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ভবন এবং অন্যান্য সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সহ তপশিল - এ তে বর্ণিত মতে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০২০০০৯৭-২০১৯ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর -২, হুগলি,বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৩৫৮ থেকে ২৪০৫, সম্পত্তি শ্রী রাজেশ চৌধুরী এর নামে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** সকলের ব্যবহারের স্থান এবং ফ্ল্যাট নং ১০৩। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ১০১। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **তপশিল -এ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বৈদ্যবাটী পুরশভা অধীন , এডিএসআর শ্রীরামপুর, হোল্ডিং নং ৯ (১০৭), থানা : শ্রীরামপুর, মৌজা - দীর্ঘাঙ্গ, জেলা : হুগলি, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১০৫৩, হাল এলআর খতিয়ান নং ৯৮৬৪, ৯৪০০, ৯৪০২, ৯৪০৩, ৯৪০৮, ৯৪০৯, ৯৪০৫, ৯৪০৪, ৯৪০১, ৯৪১১, ৯৪১০,আরএস দাগ নং ৪৭০৩, এলআর দাগ নং ৫৪৮৩, বাস্তু জমি, পরিমাপ ০৯ একর বা ৫ কাঠা ৭ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত (জি-৪) তলা বসবাসের ভবন ইউনিট নির্মিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** এন টি রোড (নিমাই তীর্থ রোড)। **দক্ষিণে :** পুকুর। **পূর্বে :** শুভেন্দু অধিকারীর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** শ্রী কর্মকারের সম্পত্তি।
৬	ঋণগ্রহীতা : **জগন্নাথ দাস,** পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস, নারায়ণ দাস ওরফে নারায়ণ চন্দ্র দাস , পিতা মাখন চন্দ্র দাস। **আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ক)** জগন্নাথ দাস পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস, **খ)** অসীমা দাস বেরা, পিতা নারায়ণ চন্দ্র দাস, স্বামী রাজু বেরা, **গ)** দিপালী দাস স্বামী নারায়ণ চন্দ্র দাস, **ঘ)** অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারীগণ, যদি কিছু থাকে। শাখা : **বালিগোরি।**	**৩০.০১.২০২৬ এবং ১৫.০৫.২০২৬**	**৩৭৩৫৩৯৬.৩৬ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ ছিয়ানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৬ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন পরিমাপ ১০ শতক , আরএস খতিয়ান নং ১৩৫২ এবং ১৩৫৫, এলআর দাগ নং ৯২৭, আরএস দাগ নং ৭৫৯, জেএল নং ৫৩, মৌজা- বালিগোরি, জেলা : হুগলি,থানা : তারকেশ্বর, বালিগোরি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ২৪২৫-২০১৬ সালের, তারিখ ২৭.০৯.২০১৬, এডিএসআর তারকেশ্বর, হুগলি, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৮-২০১৬, পৃষ্ঠা ৪২১৫০ থেকে ৪২১৭০, সম্পত্তি জগন্নাথ দাস এর নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** গৌর দাসের ভবন। **দক্ষিণে :** ৩ ফুট চওড়া রোড। **পূর্বে :** দেবব্রত ব্যানার্জির ভবন। **পশ্চিমে :** নেপাল পাত্র এর পুকুর।

তারিখ- ১৫.০৫.২০২৬
স্থান- চুঁচুড়া

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জামালপুরে দ্বিতীয় শাহজাহানের ছায়া

প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তাবারক আলি মণ্ডলের ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: জামালপুরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা তাবারক আলি মণ্ডলের ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্য, বন্যায় কবলিত এলাকার মানুষদের আশ্রয়ের জন্য রাজ্য সরকারের তৈরি ত্রাণ শিবির। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, সেখানে সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াত কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতার পালা বদলের পর উঠে এল এক ভয়ঙ্কর সত্য। জামালপুর বিধানসভার জোতশ্রীরাম অঞ্চলের ত্রাস এই তাবারক আলি মণ্ডল। স্থানীয় মানুষেরা তাকে সন্দেশখালির শাহজাহানের সঙ্গে তুলনা করছেন। তিনিই যেন ছিলেন এলাকার অঘোষিত রাজা। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, সকলের ভাগ্য যেন তিনি নির্ধারণ করতেন। সরকারি প্রকল্পগুলো সবই ছিল তার আয়ত্তে, ভোট মিটতেই ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাবারক আলি মণ্ডলকে। আর তারপরেই একের পর এক অভিযোগ করছেন এলাকার মানুষেরা। সাধারণ মানুষেরা ত্রাণ শিবিরে প্রবেশ করে শুক্রবার। সেখানে গিয়ে যা দেখা যায় তাতে চক্ষু চড়ক গাছ সকলের। একের পর এক বস্তায় রয়েছে মদের বোতল, সাধারণ মানুষের সরবরাহের জন্য বীজ ধান, কৃষকদের জন্য রাসায়নিক সার, সরকারি ওষধ, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র, রেশন কার্ড, জব কার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র রয়েছে এই বিল্ডিংয়ে। সবকিছুই এখানে হয়েছে তৃণমূল নেতার তাবারক আলি মণ্ডলের অঙ্গুলি হেলনে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। কেউ যদি তৃণমূল নেতৃত্বের কথা না শুনতেন, তার জন্য নিজেই বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছিল এই তাবারক। স্থানীয় বকুল তলায় হতো তার বিচার। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, দামোদরের পার্শ্ববর্তী বালি খাদ থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার বালির ব্যবসা করত এই তাবারক।

বিজয় মিছিল শেষে মাছ-ভাত খাইয়ে মমতাকে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে বিজেপির বিজয় মিছিল শেষে প্রায় তিন হাজার মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়ানো হয়। আর এই মাছ ভাত খাইয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করল বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির দাবি, ভোটের আগে বিভিন্ন জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালিদের মাছ-ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।' সেই মন্তব্যেরই পাল্টা জবাব দিতে এদিনের বিজয় মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের মাছ-ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়। শুক্রবার খণ্ডঘোষের ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে বোঁয়াইচন্ডীতে এই বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল শুরুর আগে রাম-সীতা সেজে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং দেবী বসন্তচণ্ডীর পুজোর আয়োজন করা হয়। এরপর ঢাক-ঢোল, পতাকা ও স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক কৌশিক মণ্ডল এবং যুব সভাপতি পলাশ হাজরা, বিজেপি কর্মীদের দাবি, সাধারণ মানুষের মধ্যে দলের প্রতি সমর্থন ও উচ্ছ্বাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেই আবহেই এই বিজয় উৎসব পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও রাজ্য কমিটির একাধিক বিজেপি নেতা। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলার সংস্কৃতি ও বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে সম্মান জানিয়েই এই বিশেষ মাছ-ভাতের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রকাশ্যে তৃণমূল-পুরনিগমে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

চন্দননগর পুরসভার ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা, পরবর্তীতে পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্য সরকারের পালা বদল হতেই প্রকাশ্যে এল তৃণমূল কাউন্সিলরদের গোষ্ঠীকোন্দল। একে অপরের দিকে দায় চাপানো শুরু। বিধানসভা নির্বাচনে হারের পরেই ডামাডোল চন্দননগর পুরসভায়। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে চন্দননগর আসনে হেরেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এরপরেই পদত্যাগ করলেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল।

চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের অন্য আসনের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের বিপর্যয় হয়েছে চন্দননগর আসনেও। এরপরেই পদত্যাগ করেছেন মুন্না আগরওয়াল। তাঁর দাবি, ওই পরাজয়ের পরেই ডেপুটি মেয়রের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে পদত্যাগ করা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে বলেছিলেন এই পুরসভার মেয়র রাম চক্রবর্তী। তবে তাঁর মনে হয়েছে 'পদত্যাগ করাই শ্রেয়'। এই কারণেই ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, মুন্নার বিভিন্ন কাজ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল কাউন্সিলরদের। এই কারণে তাঁর অপসারণ দাবি করেন তাঁরা। ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার প্রস্তাব দিয়ে মেয়রকে চিঠিও দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জন কাউন্সিলর। তার পরেই পদত্যাগ করেছেন ডেপুটি মেয়র। সূত্রের খবর, মুন্না ছিলেন ইন্দ্রনীল সেন ঘনিষ্ঠ। এত দিন তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাননি দলের কাউন্সিলররা। তবে এখন মুন্নার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন তাঁরা। পুরসভার কাউন্সিলর পীযূষ বিশ্বাসের অভিযোগ, চন্দননগরে চালু ছিল 'সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থা'। দল তা ঠিক করেনি। এই ব্যবস্থা চালু করেন প্রাক্তন বিধায়ক এবং মুন্না। তাঁর দাবি, ওই ব্যবস্থা চালু করে সব কাজে 'ছড়ি ঘোরানো' হতো। ফলে কোনও কাউন্সিলর এবং সিআইসি নিজেদের কাজ ঠিকমতো করতে পারেননি। এই কথা কার্যত মেনে নিয়েছেন চন্দননগর পুরসভার মেয়র। তিনি বলেন, 'মন্ত্রীমশাই ছিলেন বলে মুন্নার ওপর কথা বলার সাহস আমাদের ছিল না। তিনি আপার হ্যান্ড নিয়ে কাজ করতেন। এই নিয়ে কাউন্সিলরদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। আমরাও এই বিষয়টা প্রাক্তন মন্ত্রীকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।' মুন্নার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আর এক কাউন্সিলর মোহিত নন্দীর দাবি, 'ফল খারাপ হওয়ার জন্য যদি পদত্যাগ করতে হয়, তাহলে আগে করা উচিত ছিল। দুর্নীতির সিন্ডিকেট যে অভিযোগ করা হয়েছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে।' যদিও মুন্নার প্রশ্ন, 'এখন যে কথা বলা হচ্ছে তা নিয়ে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বলার জায়গা ছিল। তখন কিছু বলা হয়নি কেন?' এরপরে তিনি অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন কি-না তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি বলেও জানিয়েছেন মুন্না। তবে, চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ জানিয়েছেন, 'পুরসভা নিয়ে অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এই অভিযোগগুলির তদন্ত করা হবে। দুর্নীতি করে কেউ বাঁচতে পারবেন না।'

আসানসোল আসার পথে অগ্নিমিত্রা পলকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রাজ্যের নতুন সরকারের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নবনিযুক্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল শপথ গ্রহণের পর প্রথমবার আসানসোলে পা রাখলেন। গত ৫ মে দায়িত্ব গ্রহণের পর এদিন রাতে তিনি যখন আসানসোলে ফেরেন, তখন তাঁকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ঢাক-ঢোল সহযোগে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাঁকে। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বিধানসভার বিভিন্ন মোড়ে, কয়েকশ কর্মী-সমর্থক পতাকা, ব্যানার, মালা, উত্তরীয় ও পদ্মফুল নিয়ে মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। আসানসোল দক্ষিণ থেকে প্রায় ৪০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় হারিয়ে। এদিন সংবাদমাধ্যমে সামনে অগ্নিমিত্রা পল এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধারণ মানুষের আশীর্বাদকে। তিনি জানান, 'মন্ত্রী হিসেবে আমার প্রথম কাজ, মৌলিক পরিষেবা হিসাবে পানীয় জল, রাস্তা এবং শৌচাগার নির্মাণের মতো বুনিয়াদি সমস্যাগুলো সমাধানে বিশেষ নজর দেওয়া। হত্যা, ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিগত সরকারের ধামাচাপা দেওয়া মামলাগুলো পুনরায় খতিয়ে দেখে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।' এদিন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একজন প্রকৃত নেতা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন অগ্নিমিত্রা। তিনি স্পষ্ট জানান, 'অবৈধ কারবার বন্ধ হবে। দামোদর নদ থেকে অবৈধ বালি পাচার এবং কয়লা চুরি সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে। মঙ্গলপুর শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলোকে দূষণ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র ব্যবহারের কড়া নির্দেশ দেওয়া হবে। কোনও ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না।'

রক্ত সংকটে অভিনব প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্ত সংকট চলছে। এই পরিস্থিতিতে এবার রক্ত সংকট মেটাতে এগিয়ে এল হাওড়ার একটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। এখন রক্তদানের জন্য শিবির অনুষ্ঠিত করা যাচ্ছে না। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে রোগীর আত্মীয়রা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সেবাব্রত হসপিটাল নামের প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, মালিক, কর্মীরা মিলে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের জন্য প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক শান্তি গের, সমাজসেবী দীপক দাস প্রমুখ।

তৃণমূল কার্যালয়ে অস্ত্র মজুত, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বোম, ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় তৃণমূল নেতা রাজেশ চৌধুরী, রাকেশ আলি, শেখ বেলাল, শেখ শাহনওয়াজ-সহ ১২ জনের নামে বেআইনি অস্ত্র মজুত-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের হয় আরামবাগ থানায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ এই ঘটনায় দুই জন দাগী দুষ্কৃতী শেখ বাদশা, আরামবাগের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং শেখ লালচাঁদ, আরামবাগের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে। এই দুই জনকে ছত্তিসগড় থেকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস ছিল। সেখান থেকে বস্তাভর্তি ধারালো অস্ত্র এবং বোমা উদ্ধার করে আরামবাগ থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড চত্বরে তৃণমূল কার্যালয়ের উপরে হকার্স কর্নারের ছাদ থেকে উদ্ধার করা হয় একাধিক ধারালো অস্ত্র ও বোমা। জনবহুল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এত পরিমাণ অস্ত্র কোথা থেকে এল, সেই প্রশ্ন উঠছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও আরামবাগ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এরপর হকার্স কর্নারের ছাদে তল্লাশি চালাতেই চোখ চড়কগাছ পুলিশের। হকার্স কর্নারের নীচে এই পার্টি অফিসটি আরামবাগের তৃণমূল নেতা রাকেশ আলির বলে পরিচিত। বিজেপির অভিযোগ আরামবাগের প্রায় প্রত্যেকটি তৃণমূল পার্টি অফিসে অবৈধ কার্যকলাপ চলত। সঠিক তল্লাশি চালালে অনেক কিছু উদ্ধার হবে। এই ঘটনায় কোনও তৃণমূল নেতা অবশ্যই মুখ খোলেননি।

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ০১.০১.২০২৬ থেকে ৩১.০৩.২০২৬	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫
		(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১,৫৮,০৫৩.৫৮	৪,১৭,৪৩২.৩৮	৩,৫৪,৫৯৫.১৫
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	৫০২.৮৩	৫,৪৩০.৯৯	৬৭,৭৩৮.২২
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	২৬৯.৬৮	২,৯২৯.১০	৪৬,৯৪৮.১৯
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	-৪,৪৩,৫২৭.১৩	-৯,১৩,১৩৫.৫৪	৩,০৮,৬৪৮.৬৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি			
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২২,২৪,৩৫৪.৮৪	২২,২৪,৩৫৪.৮৪	৩১,৩৭,৪৯০.৩৮
৭.	নিট মূল্য	২২,৭৪,৯৬৬.৮৪	২২,৭৪,৯৬৬.৮৪	৩১,৮৮,১০২.৩৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	০.০৫	০.৫৮	৯.২৮

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অমিত এন প্যাটেল
সিইও

তারিখ : ১৫/০৫/২০২৬
স্থান : কলকাতা

J.G.Chemicals Limited

JG CHEMICALS

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India.
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Extract of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2026

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 31-03-2026 (Audited)	Quarter ended 31-12-2025 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Year ended 31-03-2026 (Audited)	Year ended 31-03-2025 (Audited)
Revenue from operations	286.17	248.47	224.25	972.93	847.94
Profit before exceptional item and tax	25.41	24.51	21.55	92.11	89.90
Profit before tax	25.41	24.51	21.55	92.11	89.90
Profit after tax	18.90	18.36	15.91	68.65	66.76
Total comprehensive income for the period	18.00	18.73	12.10	70.36	69.11
Paid up Equity Share Capital	39.19	39.19	39.19	39.19	39.19
Total reserves (including non- controlling interests)	-	-	-	501.87	435.43
Earnings per Equity Share (of ₹ 10 each) – Basic and Diluted (Not Annualised*)	*4.61	*4.50	*3.92	16.81	16.34

Notes :
1. Additional information on Audited Standalone Financial Results is as follows: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 31-03-2026 (Audited)	Quarter ended 31-12-2025 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Year ended 31-03-2026 (Audited)	Year ended 31-03-2025 (Audited)
Revenue from operations	87.92	70.46	75.50	288.95	271.82
Profit before exceptional item and tax	9.57	5.14	8.54	28.71	27.00
Profit before tax	9.57	5.14	8.54	28.71	27.00
Profit after tax	7.19	3.76	6.36	21.45	20.02

2. The Audited Consolidated Financial Results and Audited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th May, 2026. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026, are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.jgchem.com).
4. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Suresh Jhunjhunwala
Chairman and Whole-time Director

Date: 14.05.2026
Place: Kolkata

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিস্টার্ড অফিস : "ঝিল মিল" সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com, ই-মেল : niccopark@niccoparks.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৫৩৪.৯০	৬৬৩৪.৬৭	১৭৫৯.১৪	১৫৩৪.৯০	৬৬৩৪.৬৭	১৭৫৯.১৪
২.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	(৮২.৭৮)	১২১৭.১৮	৪৭২.১২	(৮২.০৫)	১৪৩২.৩৫	৫১৮.৩৯
৩.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৮২.৭৮)	২৭৫৮.১৩	৫৫৩.১২	(৮২.০৫)	২২.৪৬	৫৯৯.৩৯
৪.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(৭২.৮৭)	১৯৭০.৮১	৪৪২.৮২	(৭২.২৪)	(২৭২.৫৯)	৩৩৬.০৪
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	(১৭.০৩)	২৫৩৪.৫৩	৪৫২.৮৬	(৯.৪৬)	৩৯৬.৬৬	১৭৭.৭৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিত মতো	৯৯৪৪.১৬ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	৯৯৪৪১৬.৮৩ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	৮০৬৪.৮৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী	৯৯৯১.৯৯ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	৯৯৯১.৯৯ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	১০২৫০.৫৩ ৩১.০৩.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.১৬)	৪.২১	০.৯৫	(০.১৫)	(০.৫৮)	০.৭২

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।

২. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৪ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে।

৩. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল
খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

৪. বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর উক্ত সভায় শেয়ার প্রতি ২৫% হারে (১ টাকা অভিহিত মূল্যের ওপর ২৫ পয়সা) চূড়ান্ত লভ্যাংশ অনুমোদিত হয়েছে। এটি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইতিপূর্বে অনুমোদিত এবং পরবর্তীতে প্রদত্ত ১০০% হারে (শেয়ার প্রতি ১ টাকা) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশের অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৫. ভারত সরকার ২১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'কোড অন ওয়েজেস, ২০১৯', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড, ২০২০', 'কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০' এবং 'অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস কোড, ২০২০' (একত্রে 'লেবার কোড' বা শ্রম বিধি হিসেবে উল্লিখিত) প্রজ্ঞাপিত করেছে, যা দেশে প্রচলিত একাধিক শ্রম আইনকে একত্রিত ও প্রতিস্থাপিত করেছে। 'ইন্ড এএস ১৯', 'এমপ্লয়ি বেনিফিটস' বা কর্মচারী সুবিধাদির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, আইনগত সংশোধনের ফলে কর্মচারী সুবিধাদির যেকোনো পরিবর্তন 'পরিকল্পনা সংশোধন' হিসেবে গণ্য হয়, যার ফলে উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ব্যয়ের যেকোনো তারতম্য অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক। তদনুসারে, একজন স্বাধীন একচুয়ারি দ্বারা মূল্যায়ন ও নির্ধারণের ভিত্তিতে অথবা প্রাক্কলন অনুযায়ী, অতীত পরিষেবা ব্যয় বাবদ কর্মচারী সুবিধা ও ব্যয়ের ওপর সম্ভাব্য ৪৭.০২ লক্ষ টাকার প্রভাব এই আর্থিক ফলাফলে 'কর্মচারী সুবিধা ব্যয়' হিসেবে স্বীকৃত ও প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয়ে পরবর্তী ঘটনাবলি এবং অধিকতর স্পষ্টীকরণের ওপর নিরন্তর পর্যবেক্ষণ রাখা হবে এবং এর ফলে উদ্ভূত পরবর্তী সমন্বয়সমূহ (যা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলন অনুযায়ী খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বা মেটেরিয়াল হবে না বলে আশা করা হচ্ছে), পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ সাপেক্ষে কার্যকর করা হবে।

৬. ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ তারিখে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (যা বর্তমানে নিকো কর্পোরেশন লিমিটেড বা 'এনসিএল' নামে পরিচিত এবং বর্তমানে অবসায়ন বা লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীন), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড -এর মধ্যে সম্পাদিত জয়েন্ট সেক্টর এগ্রিমেন্ট (অতঃপর 'জেএসএ,' হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী, যে জমির ওপর কোম্পানির অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এফ অ্যান্ড বি ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তা কোম্পানিকে ৩৩ বছরের জন্য লিজে প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত চুক্তিতে একই মেয়াদের আরও দুইবার নবায়নের বিধান বা ক্লজ ছিল। এননসিএল -এর বিরুদ্ধে অবসায়ন বা লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ফলে তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ারসমূহ হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এর ফলে 'জেএসএ' তার শর্তানুসারে নিস্ফল ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তদুপরি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যপাল এবং কোম্পানির মধ্যে ৫ জুলাই, ১৯৯১ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী ৩৩ বছরের লিজের প্রথম মেয়াদ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। লিজ চুক্তি নবায়নের প্রয়োজনীয় আবেদন ১১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে, যা অদ্যবধি সম্পাদিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এই প্রক্রিয়া এবং এর শর্তাবলি চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা অবস্থায়, রক্ষণশীল হিসাবরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থাপনার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রাক্কলিত ফি ও চার্জ বাবদ প্রয়োজনীয় সংস্থান এই আর্থিক ফলাফলে বজায় রাখা হয়েছে। অধিকন্তু, পূর্ববর্তী চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত ফি ও চার্জসমূহ নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে। ব্যবস্থাপনার বর্ণনা অনুযায়ী, নবায়নের আবেদনটি বর্তমানে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে, তাই লিজটি নবায়িত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তদনুসারে, উক্ত চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসমূহ চলমান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং অবচয় সহ প্রয়োজনীয় সংস্থানসমূহ স্বীকৃত হয়েছে। ফলস্বরূপ, এই আর্থিক ফলাফলসমূহ 'গোয়িং কনসার্ন' বা ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর ("রাজ্য সরকার"), অত্র বছরে একটি পত্রের মাধ্যমে এবং একতরফা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, গত ০৮-নভেম্বর-২০২৫ তারিখ থেকে আনুমানিক ১.৪৬ একর পরিমাণ জমি পুনঃদখল করেছে। উক্ত জমি ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের সাথে বিদ্যমান লিজ বা পরিচালনাগত ব্যবস্থার অধীনে কোম্পানির "এফঅ্যান্ডবি এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক সুবিধা" বিভাগের জন্য ব্যবহৃত হতো। এই পুনঃদখল এবং পরিচালনাগত রূপান্তর কোম্পানির সাথে মূল লিজ চুক্তির শর্তাবলি যথাযথভাবে সম্পন্ন বা আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার পূর্বেই কার্যকর করা হয়েছে।

পরবর্তীতে, উক্ত সুবিধাসমূহের পরিচালনাগত নির্দেশনা এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-এর ("ডব্লুবিটিডিসিএল") মাধ্যমে কোম্পানিকে অবহিত করা হয়েছে। লিজ নবায়ন এবং এই ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায়, জনপরিষেবা ও গ্রাহক পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে কোম্পানি ডব্লুবিটিডিসিএল -এর পক্ষে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রেখেছে।

তদনুসারে, এই কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ৫০৩.২৯ লক্ষ টাকা এবং গ্রাহকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ১২২.০৩ লক্ষ টাকার অগ্রিম, ডব্লুবিটিডিসিএল -এর নিকট প্রদেয় দায় হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। এর বিপরীতে ৩১-মার্চ-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২০৯.৮৭ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি চার্জ বাবদ ৩১.১০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে ০৮-নভেম্বর-২০২৫ থেকে ৩১-ডিসেম্বর-২০২৫ সময়কালের জন্য প্রাপ্য ১২.৯৬ লক্ষ টাকা ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হয়েছে) 'অন্যান্য আয়' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

অধিকন্তু, উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ১০০.৫০ লক্ষ টাকার ব্যয় (যার মধ্যে ০৮-নভেম্বর-২০২৫ থেকে ৩১-ডিসেম্বর-২০২৫ সময়কালের জন্য ৪৪.২৩ লক্ষ টাকা ইতিপূর্বে প্রাপ্ত হয়েছে) ডব্লুবিটিডিসিএল -এর নিকট থেকে আদায়যোগ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কোম্পানি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তির অনুপস্থিতিতে বর্তমানে পরিচালিত কার্যক্রমের স্থিতি বা আইনি অবস্থান পর্যালোচনামূলক পর্যায়ে রয়েছে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় হিসাবগত সমন্বয়, যদি থাকে, কার্যকর করা হবে।

৮. পূর্ববর্তী বর্ষের/সময়ের সংখ্যাগুলিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে চলতি সময়কালে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.০৫.২০২৬

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে
রাহুল মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(DIN : 07119881)

ভোজশালা মন্দিরই, ঘোষণা মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ মে: ভোজশালা চত্বরের বিতর্কিত অংশকে মন্দির বলেই ঘোষণা করল মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট। স্বীকৃতি দেওয়া হল দেবী সরস্বতীর মন্দির হিসেবে। শুক্রবার এই মামলার রায় দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বিজয়কুমার শুক্ল এবং বিচারপতি অলোক অবস্থীর বেঞ্চ। মুসলিম পক্ষের মামলাকারীদের অন্য স্থানে উপাসনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপাসনার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ভিন্ন স্থান চেয়ে নিতে মুসলিম পক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন বিচারপতি।

মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে প্রায় হাজার বছরের পুরনো কামাল মওলানার দরগা এবং মসজিদ দীর্ঘ দিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, সৌধটি আসলে রাজা ভোজের তৈরি প্রাচীন সরস্বতী মন্দির। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি মঙ্গলবার হিন্দুদের পুজো দিতে দেওয়া হয় ভোজশালায় এবং মুসলিমদের শুক্রবার নমাজ পড়তে দেওয়া হয়। সপ্তাহের অন্যান্য দিন যে কেউ প্রবেশ করতে পারেন। তবে, সেই দিনগুলিতে কাউকে পুজো দিতে বা নমাজ পড়তে দেওয়া হয় না এই সৌধে। হাই কোর্টের নির্দেশেই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই) এই বিতর্কিত অংশে ‘বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’ চালিয়েছিল। শুক্রবার আদালত জানিয়েছে, বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এই স্থানে হিন্দু উপাসনার ধারাবাহিকতা কখনও বিলুপ্ত হয়নি। ঐতিহাসিক সাহিত্যও প্রমাণ করে যে, বিতর্কিত এলাকায় রাজা ভোজের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তাই অংশটিকে মন্দির হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মার্চে হাইকোর্টের নির্দেশে এএসআই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শুরু করে। প্রায় ৯৮ দিনের সমীক্ষার পর ২ হাজার পাতারও বেশি বিস্তৃত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়।

তামিলনাড়ুকে শিল্প হাব গড়ার বার্তা, শীর্ষ শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বিজয়

চেন্নাই, ১৫ মে: তামিলনাড়ুকে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বহুজাতিক অটোমোবাইল সংস্থা ও শিল্পমহলের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়। শুক্রবার চেন্নাই সচিবালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে নতুন শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিএমডব্লিউ ও টিভিএস মোটর কোম্পানির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে চলমান বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য নতুন বিনিয়োগ নিয়েও আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় জানান, শিল্পক্ষেত্রে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তামিলনাড়ু সরকার। তিনি বলেন, তামিলনাড়ুকে দেশের সবচেয়ে বড় শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। শিল্প স্থাপনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ করার নির্দেশও দেন তিনি, যাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দ্রুত অনুমোদন পান।

বৈঠকে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) একাধিক শীর্ষ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শিল্পোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ প্রসার ও নীতিগত সহযোগিতা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ট্রাম্পকে চিনের ‘সামঞ্জস্যের দর্শন’ শেখালেন শি জিনপিং

বেইজিং, ১৫ মে: চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারকে চিনের প্রাচীন দর্শন ‘সব জীবের মধ্যে সামঞ্জস্য’ বা প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের ধারণা ব্যাখ্যা করলেন। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে এই তথ্য জানান। পোস্টে বেইজিংয়ের ঐতিহাসিক ‘টেম্পল অফ হেভেনে’র ‘হল অফ প্রেয়ার ফর গুড হারভেস্টস’ পরিদর্শনের সময় শি জিনপিং, ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

মাও নিং জানান, শি জিনপিং ট্রাম্পকে প্রকৃতির নিয়মের প্রতি সম্মান, মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সব জীবের মধ্যে সামঞ্জস্যের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমানে ট্রাম্প তাঁর তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বেইজিংয়ে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার তিনি ও তাঁর পরিবার ‘টেম্পল অফ হেভেন’ পরিদর্শন করেন। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানান, শি জিনপিং মনে করেন চিন ও আমেরিকা, উভয় দেশের মানুষই মহান। চিনের পুনরুত্থান এবং আমেরিকাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্য একসঙ্গেই এগোতে পারে। দুই দেশ একে অপরের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মাও নিংয়ের দাবি, চিন-আমেরিকা সম্পর্ক শুধু দুই দেশের ১৭০ কোটির বেশি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়, তার প্রভাব গোটা বিশ্বের ওপর পড়ে। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের এই সফরের মধ্যেই শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বহুল আলোচিত বৈঠকও হয়েছে। ওই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, তাইওয়ান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), পশ্চিম এশিয়া ও ইউক্রেন পরিস্থিতি-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের পর ট্রাম্প দাবি করেন, আমেরিকা ও চিনের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে।

হালওয়ারা বিমানবন্দরে প্রথম বাণিজ্যিক উড়ান

চণ্ডীগড়, ১৫ মে: পঞ্জাবের লুধিয়ানার হালওয়ারা বিমানবন্দরে শুক্রবার সকালে অবতরণ করল এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম বাণিজ্যিক উড়ান। দিল্লি থেকে আসা এই বিমানই হালওয়ারা বিমানবন্দরে নামা প্রথম বাণিজ্যিক উড়ান হিসেবে ইতিহাস গড়ল।

এদিন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু বিজেপির কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি থেকে এই উদ্বোধনী উড়ানে যাত্রা করেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জলন্ধর সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনলাইনের মাধ্যমে হালওয়ারা বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। বিমান অবতরণের পর রবনীত সিং বিট্টু জানান, এয়ার ইন্ডিয়া সফলভাবে দিল্লি-হালওয়ারা এবং হালওয়ারা-দিল্লি রুটে প্রথম উড়ান সম্পন্ন করেছে। তিনি বলেন, ৩০ বছরের অপেক্ষার অবসান হল। এই পরিষেবা পঞ্জাবের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে নতুন গতি আনবে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিক ভাবে দিল্লি ও হালওয়ারার মধ্যে প্রতিদিন দু’টি উড়ান চলবে, একটি সকালে এবং অন্যটি দুপুরে। এর ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি ব্যবসা ও রপ্তানিতেও বড় সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ময়দান

জগমোহন ডালমিয়ার জন্মদিনে বিশেষ উদ্যোগ

মেয়েদের ক্রিকেটে নতুন উদ্যোগ বালক সংঘের, শুরু ট্রায়াল ও কোচিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় মেয়েদের ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে বড় উদ্যোগ নিল বালক সংঘ। মেয়েদের ক্রিকেট কোচিং শুরু করার পাশাপাশি নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করতে ট্রায়ালের আয়োজন করছে ক্লাব। আগামী ২৯ মে, প্রাক্তন সিএবি সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার জন্মদিনের দিন থেকেই শুরু হবে এই বিশেষ ট্রায়াল প্রক্রিয়া। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটি বয়সভিত্তিক বিভাগে এই ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে সেরা দশজন ক্রিকেটারকে বেছে নেওয়া হবে এবং তাঁদের স্পনসর করবে এনসিসি। পাশাপাশি বালক সংঘের নিজস্ব মেয়েদের ক্রিকেট দলও গঠন করা হবে, যারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করবে।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, ক্লাব সদস্য শালিনী ডালমিয়া, ক্লাবের সচিব রঞ্জিত সেন এবং কোচ দেবাশিস মজুমদার। সকলেই এই উদ্যোগকে বাংলার মেয়েদের ক্রিকেটের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।অভিষেক ডালমিয়ার মতে, বাংলার মেয়েদের ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। তবে প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষণ ও সুযোগের। সেই লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোচিং, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে মেয়েদের ক্রিকেটকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে বালক সংঘ।

ফাইনালে টাউন ক্লাবের দাপট, চাপে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস মাঠে প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ম্যাচের রাশ পুরোপুরি টাউন ক্লাবের হাতে। প্রথম ইনিংসে ৪০৩ রান করার পর মোহনবাগানকে ৩৫৩ রানে অলআউট করে গুরুত্বপূর্ণ লিড নেয় তারা। বাগানের হয়ে বিবেক সিং ৭৫ ও শাকির হাবিব গান্ধী ৫১ রান করেন। টাউনের দীপাংশ চৌহান পাঁচ উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অঙ্কুর পাল ও ঐশিক প্যাটেলের দাপুটে ব্যাটিংয়ে আরও শক্ত জায়গায় পৌঁছে যায় টাউন। চতুর্থ দিনের শেষে বিনা উইকেটে ১৯০ রান তুলে ২৪০ রানে এগিয়ে তারা। অঙ্কুর ১০৯ ও ঐশিক ৫৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং এসইআর-পি-কেজিপিডব্লু-মেইনক্যান্টিন-০২। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ওয়ার্কশপ পার্সোনেল অফিসার/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ৫টা ৩০ মিনিটের পর খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপে প্রধান ক্যান্টিনে রান্না, পরিবেশন/খাবার, জলখাবার এবং স্ন্যাক্স বিক্রয় সেইসঙ্গে বাসন, সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিকসমূহ পরিচ্ছন্ন করার কাজ (ক্যান্টিনের মসৃণ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সংখ্যার কর্মী প্রয়োজন) ঠিকাদারকে শিফ্ট-এর ভিত্তিতে যথেষ্ট সংখ্যায় দক্ষ লোককে নিয়োগ করতে হবে যাতে মসৃণ, স্বাস্থ্যকর এবং বাধাবিহীনভাবে রান্না পরিবেশন এবং বিক্রয়ের স্থানগুলির কাজ এবং সাফাইয়ের কাজকর্ম সর্বদা চলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩১,৩২,৬৩৯.৯৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৬২,৭০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং বিশদঃ www.ireps.gov.in** দরপ্রস্তাব নম্বর ঃ এসইআর-পি-কেজিপিডব্লু-মেইনক্যান্টিন-০২ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/খড়গপুর ওয়ার্কশপ। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(PR-177)**

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং. ১, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১৩২৪-২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য মেন আরআরআই/শিয়ালদহে ডাক্টেড এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট, ক্যাপাসিটি ৫টিআর (১টি আইডিইউ এবং ১টি ওডিইউ) (মোট এসি ইউনিট=৪টি) (ইম্পোর্টেড সিস্টেম), আর-৪১০(এ) গ্রীন গ্যাস (মেক হিতাচী)-এর সামগ্রিক এবং বার্ষিক প্রিভেন্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,০০,৬০৯ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১২,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৩৬ মাস। **ক্রমিক নং. ২, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১৩২৯-২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** ডিআরএম বিল্ডিং কমপ্লেক্স, বি.আর.সিং রেস্ট হাউজ, গ্যাং হাট ইত্যাদিতে বিবিধ বৈদ্যুতিক এবং এসি কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৩,৫৭,৪৪৬ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ১,৮৭,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্রমিক নং. ৩, টেন্ডার নংঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৩০-২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** (১) এক (০১) বছরের জন্য এসএসই/ই (জি)/আইসি/বিটি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির স্প্লিট টাইপ/উইন্ডো টাইপ এসি মেশিন, ওয়াটার কুলারের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৮৩,২২৩.৮৮ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৫,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **আইআরইপিএস-তে টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ১৪.০৫.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২২.০৫.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো (প্রতিটির জন্য)। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAH-43/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ

সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপধাম স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং. ৯২-তে এবং জিরাট ও গুপ্তিপাড়া স্টেশনের মধ্যে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ৬/৩/টি-তে একই সাথে প্রি-কাস্ট আরসিসি বক্স ও স্ল্যাব স্থাপনের জন্য, হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল - কাটোয়া শাখার ডাউন ও আপ লাইনে **১৬.০৫.২০২৬ তারিখে (শনিবার)** দিনের বেলায় **ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

- সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপধাম স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং. ৯২ (কিমি ৬০/২৩-২৫)-এর জন্য সকাল ০৮টা ৪০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত।
- জিরাট ও গুপ্তিপাড়া স্টেশনের মধ্যে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ৬/৩/টি (কিমি ২৬/১৩-১৫)-এর জন্য সকাল ৮টা ২০ মিনিট থেকে দুপুর ০৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত।

ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

- **বাতিল ১৬.০৫.২০২৬ তারিখে ঃ হাওড়া - কাটোয়া ঃ ৩৭৯১৩; ৩৭৯১৫; ৩৭৯১৭** এবং **৩৭৯১৯। ব্যান্ডেল - কাটোয়া ঃ ৩৭৭৪৭; ৩৭৭৪৯** এবং **৩৭৭৫১। শিয়ালদহ - কাটোয়াঃ ৩১১১১। কাটোয়া - হাওড়া ঃ ৩৭৯১৮; ৩৭৯২০; ৩৭৯২২** এবং **৩৭৯২৪। কাটোয়া- ব্যান্ডেল ঃ ৩৭৭৪৪; ৩৭৭৪৬** এবং **৩৭৭৪৮। কাটোয়া - শিয়ালদহ ঃ ৩১১১২।**
- **মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ঃ ১৩৪৬৫ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৫.২০২৬) হাওড়া থেকে দুপুর ২টার পরিবর্তে রাত ৮টায় পুনঃনির্ধারিত হবে এবং **১৩৪৬৬ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৫.২০২৬) মালদা টাউন থেকে সকাল ০৬টা ০৫ মিনিটের পরিবর্তে বেলা ১২টা ০৫ মিনিটে পুনঃনির্ধারিত হবে।

ব্লকের পূর্বে শেষ ট্রেন ঃ ১৩১৭৭ শিয়ালদহ - জঙ্গীপুর রোড এক্সপ্রেস এবং **৩৭৯১৬ কাটোয়া - হাওড়া লোকাল** এবং **ব্লকের পরে প্রথম ট্রেন ঃ ১৩৪৬৫ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** এবং **৩৭৯২৬ কাটোয়া - হাওড়া লোকাল।**

- **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুন চালু হওয়া ট্রেন / পার্সেল ট্রেন / টিওডি, যদি থাকে, তবে ব্লক চলাকালীন পথিমধ্যে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ডিভিসনে নতুন লোকাল ট্রেনের প্রবর্তন ও পরিষেবার সম্প্রসারণ

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভিড়কমানো ও যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি করতে, **১৮.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে ৩১৭৭৬ ডাউন কৃষ্ণপুর-কাশিমবাজার লোকাল** ট্রেন **বহরমপুর কোর্ট** পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে এবং বহরমপুর কোর্ট থেকে লালগোলা পর্যন্ত একটি নতুন ইএমইউ লোকাল ট্রেন অর্থাৎ **৩১৭৭৭ আপ বহরমপুর কোর্ট-লালগোলা লোকাল ট্রেন** প্রবর্তিত হবে। সম্প্রসারণের পরে বিস্তারিত সময়সূচী ও নতুন ট্রেনের সময়সূচী নিম্নরূপ:—

পরিষেবার সম্প্রসারণ — **৩১৭৭৬ ডাউন কৃষ্ণপুর-কাশিমবাজার লোকাল ট্রেনের সময়সূচী:—**

স্টেশন ↓	পৌঁ.	ছা.
কৃষ্ণপুর	-	০৬.৫৫
পীরতলা	০৭.০০	০৭.০১
ভগবানগোলা	০৭.০৫	০৭.০৬
সুবর্ণমৃগী	০৭.১২	০৭.১৩
জিয়াগঞ্জ	০৭.১৮	০৭.১৯
মুর্শিদাবাদ	০৭.২৬	০৭.২৭
কাশিমবাজার	০৭.৩৩	০৭.৩৪
বহরমপুর কোর্ট	০৭.৪৭	-

নতুন ট্রেন পরিষেবা — **৩১৭৭৭ আপ বহরমপুর কোর্ট-লালগোলা লোকাল ট্রেনের সময়সূচী:—**

স্টেশন ↓	পৌঁ.	ছা.
বহরমপুর কোর্ট	-	০৮.৩৫
কাশিমবাজার	০৮.৩৯	০৮.৪০
মুর্শিদাবাদ	০৮.৪৬	০৮.৪৭
জিয়াগঞ্জ	০৮.৫৪	০৮.৫৫
সুবর্ণমৃগী	০৯.০০	০৯.০১
ভগবানগোলা	০৯.০৭	০৯.০৮
পীরতলা	০৯.১২	০৯.১৩
কৃষ্ণপুর	০৯.২১	০৯.২২
লালগোলা	০৯.৩৫	-

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পুরী - পাটনা - পুরী এক্সপ্রেসের সূচনা

পুরী ও পাটনার মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা তথা **১৮৪০৫/১৮৪০৬ পুরী - পাটনা - পুরী সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** প্রবর্তন করা হবে, ০৮৪৩৯/০৮৪৪০ পুরী - পাটনা - পুরী স্পেশাল ট্রেনটি নিয়মিতকরণের মাধ্যমে। **১৮৪০৫ পুরী - পাটনা এক্সপ্রেসের** পরিষেবা **২৩.০৫.২০২৬ তারিখ (শনিবার)** থেকে এবং **১৮৪০৬ পাটনা - পুরী এক্সপ্রেসের** পরিষেবা **২৪.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)** থেকে শুরু হবে। এই ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুসারে চলবেঃ-

১৮৪০৫ পুরী - পাটনা এক্সপ্রেস			স্টেশন	১৮৪০৬ পাটনা - পুরী এক্সপ্রেস		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি	--	১৪.৫৫	↓ পুরী	০৯.৪৫	--	সোম
	২১.১৫	২১.২৫	খড়গপুর	০১.১০	০১.২০	
রবি	০০.০১	০০.০৬	ডানকুনি	২২.২৫	২২.৩০	রবি
	০২.০৮	০২.১০	দুর্গাপুর	২০.১৩	২০.১৫	
	০৩.১৮	০৩.২০	চিত্তরঞ্জন	১৯.১৬	১৯.১৮	
	০৪.৫০	০৪.৫২	জসিডি	১৭.৪৫	১৭.৪৭	
	১১.১৫	--	পাটনা ↑	--	**১৩.২০**	

উপরোক্ত ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে খুরদা রোড, ভুবনেশ্বর, কটক, জাজপুর কেওনঝাড় রোড, ভদ্রক, বালাসোর, আন্দুল, বর্ধমান, আসানসোল, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, মোকামা, বাঢ় এবং বখতিয়ারপুর স্টেশনেও থামবে। • **চলাচলের দিন ঃ পুরী থেকে ১৮৪০৫ ঃ ২৩.০৫.২০২৬ তারিখ** থেকে প্রতি **শনিবার** এবং **পাটনা থেকে ১৮৪০৬ ঃ ২৪.০৫.২০২৬ তারিখ** থেকে প্রতি **রবিবার।** • **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার ঃ ০১, এসি ৩-টিয়ার ঃ ০৩, স্লিপার ক্লাস ঃ ০৮, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) ঃ ০৪, জিএসএলআরডি ঃ ০২ = ১৮টি কোচ। • **ক্যাটাগরি ঃ** এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের কাজের জন্য, শিয়ালদহ ডিভিশনে কৃষ্ণনগর সিটি জং-লালগোলা শাখায় পলাশী ও দেবগ্রাম স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রশিং গেট নং ৯৮/টি/সি (কিমি ১৪৮/১৩-১৫-তে)-তে এবং ভাবতা ও সারগাছি স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রশিং গেট নং ১১৯/বি/ই-২ (কিমি ১৭৩/২৭-২৯-তে)-তে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে **১৭.০৫.২০২৬ (রবিবার)** তারিখে **০৬ ঘণ্টা (১০.৩০ ঘঃ থেকে ১৬.৩০ ঘঃ) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

- **ট্রেন বাতিল [১৭.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ • কৃষ্ণনগর সিটি জং-লালগোলা ঃ** ৩১৮৬১ আপ / ৩১৮৬৪ ডাউন, **• লালগোলা-শিয়ালদহ ঃ** ৫৩১৭৫ আপ / ৫৩১৭৮ ডাউন, **• রাণাঘাট-লালগোলা ঃ** ৩১৭৭৩ আপ / ৩১৭৭৪ ডাউন।
- **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [১৭.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ • ৬৩১০৭ আপ** শিয়ালদহ-লালগোলা এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন লালগোলার পরিবর্তে দেবগ্রাম স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৬৩১০৪ ডাউন** লালগোলা-শিয়ালদহ এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন লালগোলার পরিবর্তে দেবগ্রাম স্টেশন থেকে **১৩.৫০ ঘঃ**-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **• ৩১৭৬৯ আপ** রাণাঘাট-লালগোলা ইএমইউ ট্রেন লালগোলার পরিবর্তে দেবগ্রাম স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩১৭৭০ ডাউন** লালগোলা-রাণাঘাট ইএমইউ ট্রেন লালগোলার পরিবর্তে দেবগ্রাম স্টেশন থেকে **১৪.৪৫ ঘঃ**-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **• ৩১৮৪০ ডাউন** কৃষ্ণনগর সিটি জং-শিয়ালদহ ইএমইউ ট্রেন কৃষ্ণনগর সিটি জং স্টেশনের পরিবর্তে রাণাঘাট স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে।
- **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ [১৭.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] ঃ ৫৩১৮০ ডাউন** লালগোলা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৬০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ লালগোলা স্টেশন থেকে ১৪.৪৫ ঘঃ-এর পরিবর্তে **১৫.৪৫ ঘঃ**-তে ছাড়বে।

দ্রষ্টব্য ঃ ১৭.০৫.২০২৬ (রবিবার) তারিখে একটি (০১) ইএমইউ ট্রেন লালগোলা ও বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের মধ্যে উভয় অভিমুখে (আপ ও ডাউন) চলবে, যেটি লালগোলা স্টেশন থেকে **১২.২০ ঘঃ**-তে এবং বহরমপুর কোর্ট স্টেশন থেকে **১৩.৫৬ ঘঃ**-তে ছাড়বে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online e-tender for the work “Electrical Works at Proposed blood composition seperation unit at the existing Peadiatric Ward, Adjacent to the existing blood centre at Ranaghat Sub Divisional Hospital, Ranaghat, Nadia.--SITC of AC Machine.” Estimated Amount: Item Rate eNIQ No: WBPWD/EE/NED/NIQ/e-T/63/ (3rd call) 25-26, Tender ID - 2026_WBPWD_5014051_1. Bid submission start date (online): 14.05.2026 from 05.30 P.M. Bid submission closing date (online): 29.05.2026 from 01.00 P.M. NIT and Tender document may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/- R.Barman, Executive Engineer, PWD, Nadia Electrical Division, Krishnagar, Nadia
ICA- T7869(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., Western Circle-I, P.W.D. invites online e-Tender for the works of : e-NIT No. : 03 of 2026-27. “Speed calming measures at vulnerable locations on various roads of Purba Bardhaman district by Public Works Department, Project ID : TR232416892S000 –2nd Call.” Estimated amount : Rs. 1,37,14,035 /- Tender ID : 2026_WBPWD_5013886_1. Bid submission start date (online) : 18.05.2026 at 03.00 P.M. Bid submission closing date (online) : 09.06.2026 upto 01.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E.W.C.-I, P.W.D.
ICA- T7826(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, North 24 Prgs Electrical Division invite online e-Tender for the work of :- “Upkeepment of Electrical and allied installation with provision of materials and manpower at West Bengal State University with allied area, Barasat, North 24 Parganas ---- Operation of all existing Sound, Stage lighting and Projection system.” NIT No: WBPWD/EE/N24/EL/e-NIQ- 14/26-27, Tender id: 2026_WBPWD_5014027_1. Bid Submission start date (Online): 20.05.2026, Bid Submission Closing date (Online): 27.05.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Exe. Engineer, P.W.D., North 24 Prgs El Division.
ICA- T7852(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Electrical Construction Sub-Division, Jadavpur, Kolkata-32 for the Work of “Supply, Installation, Testing and Commissioning of LED Glow Sign Board at P.W.D. Office Building at T.B Hospital Compound, Jadavpur, Kolkata-700032.” having notice inviting e-TENDER No. WBPWD/AE-ECSD/e-NIQ-15 (3rdcall)/2025-2026, Tender ID:- 2026_WBPWD_5014037_1. Bid submission start date (online): 19.05.2026 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online): 27.05.2026 upto 3.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/ECSD, PWD.
ICA- T7872(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte., invites online e-Tender for the work of : **1)** Construction of a Sheep shed at Mohanpur Campus under West Bengal University of Animal and Fishery Sciences, Nadia; **2)** Urgent repair & renovation & cover-up of hospital drainage system at Nadia District Hospital Saktinagar Campus. e-N.I.T-01 of 2026-27 of EE/NCD/PWDte. Tender ID: 2026_WBPWD_5014029_1, 2026_WBPWD_5014029_2. Bid submission start date (online): 19.05.2026 from 11.00 A.M. Bid submission closing (online): 02.06.2026 up to 02.00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte.
ICA- T7871(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD. e-NIQ
Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division invites e-quotation for Supply of Mobil and Grease for running / Maintenance of Diesel Engines at Ghatal (A-M) Sub Division under Non-Plan 2025-26 under Midnapore (A-M) Division, Paschim Medinipur vide Tender reference no- WBWRDD/EE (AM)MID /eNIQ-01 / 2026-27. Tender ID :- 2026_WRDD_1024210_1. Estimated Amount put to Tender(S)- Rs.5.768 Lac. **Last date of dropping : 25.05.2026 (02.00 pm).** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mech)
Midnapore (Agri-Mech) Division, Midnapore.
ICA- T7896(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) “2nd Call for Emergent repair of road with Bituminous Premix-Seal coat over 75mm (Av) compacted Jhama W.B.M. within the premises of 4th Battalion PHE, Salt Lake, during the year 2026-2027.” The last date for submission of the e-tenders is 25/05/2026 up to 12.00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T7822(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD.e-NIT
e-NIT 50 of 2025-26, SL-01(2 nd Call), ID: 2026_WRDD_1024377_1 for “Installation of Solar operated LDTW (4 Nos) Scheme at Mouza- Belasbole, Jamboni and Jambani, Block-Salboni in the District of Paschim Medinipur under the Executive Engineer (A-I), Midnapore (A-I) Division under MATIR SHRISTI Program for the Financial Year 2025-26” maximum amount put to tender ₹37,33,439.00 **Last date & time of submission is 30.05.2026 upto 09.00AM** has been invited by the Executive Engineer (A-I), Midnapore (A-I) Division from Bonafide agency having similar type of work credential. other details may also be seen from the website wbtenders.gov.in for details.
Sd/- Executive Engineer (AI), Midnapore (AI) Division
ICA- T7897(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 29 Q of AE/DDESD 2026-27 Memo No: 342 Date: 14/05/2026 Tender ID: 2026_WBPWD_5014055_1. Name of Work: Supply and installation of Air conditioner machine at South Calcutta Girls College, 72, Sarat Bose Road, Kolkata-700025. Last Date of bid submission: 29/05/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division
ICA- T7877(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub Division invites e-Tender vide N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-01/2026-27 with Tender ID-2026_WBPWD_5014078_1 for “Special repairing and renovation of old electrical installations at Governor's Suite at Second Floor of Main Building of Lok Bhavan Kolkata in parity with related Civil renovation works..”Last date of bid submission is 28.05.2026 upto 1.00 p.m. Other details may be seen at Website : http://www.wbtenders.gov.in
ICA- T7883(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: “Electrical renovation works for Campus & Road Illumination and installation of a new LED Glow sign Board at the top of Academic Building of Aliah University campus, New Town, Kolkata -700160”. Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-48/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014033_1. Document Download Closing Date: 12.06.2026 up to 15:00 Hrs. Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T7859(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
REMOVAL OF ASH FROM RAILWAY TRACK OF ASH SIDING AND DISPOSAL OF THE SAME AT REJECTION YARD (OLD GUARD POND AREA) OF STPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5361, Dtd: 14/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4344/25-26
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **“Removal of ash from Railway track of ash siding and disposal of the same at rejection yard (Old Guard Pond area) of STPS”. Tender Document Download Start Date:** 18-05-2026, 03:00 PM., **Bid Submission End Date:** 10-06-2026, 03:00 PM. **Contact Person:** Mr. G. C. Maji, AGM (M&C). **Contact No.:** 8336903939. **E-mail:** gcmaji@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T7890(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
SERVICE CONTRACT FOR REWINDING OF ONE HT MOTOR 6.6 KV, 290 KW, 986 RPM OF STAGE-1 RAW WATER MOTOR-A, BKTPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5356, Dtd: 13/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4219/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2-part bid system for the job **“SERVICE CONTRACT FOR REWINDING OF ONE HT MOTOR 6.6 KV, 290 KW, 986 RPM OF STAGE-1 RAW WATER MOTOR-A, BKTPS.” Tender Document Download Start Date:** 20.05.2026, 09:00 AM., **Bid Submission End Date:** 15.06.2026, 05:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T7833(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
BIENNIAL CONTRACT FOR SWEEPING AND CLEANING OF BKTPP TOWNSHIP
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/BKTPP/CC-5353, Dtd: 13/05/26
NIT No: WBPDCL/BKTPP/NIT/E4183/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER-BKTPS, WBPDCL from eligible Agencies/ Companies in 2-part bid system for the job **“Biennial Contract for Sweeping and Cleaning of BkTPP Township.” Tender Document Download Start Date:** 18.05.2026, 10:00 AM., **Bid Submission End Date:** 11.06.2026, 04:00 PM. **Contact Person:** Mr. Pinaki Mukherjee, Sr. Manager (PS) & HoD, CC/BkTPS/WBPDCL. **Contact No.:** 8373055604/8336907014. **E-mail:** cc_bktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T7843(2)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
PROCUREMENT OF COMPLETE ENCLOSURE FOR FEED GATE FOR OVERHAULING OF BAH OF UNIT#6 DURING UPCOMING OVERHAULING UNDER AHP (M/M) DEPTT., STPS
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/STPS/CC-5364, Dtd: 14/05/26
NIT No: WBPDCL/STPS/NIT/E4341/25-26
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, STPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **“Procurement of complete enclosure for feed gate for overhauling of BAH of unit #6 during upcoming overhauling under AHP (M/M) Deptt., STPS". Tender Document Download Start Date:** 19.05.2026 from 15:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 01.06.2026 within 14:00 Hrs. **Contact Person:** Mr. D. Biswas, DGM (Purchase), STPS. **Contact No.:** 8336904045. **E-mail:** dbiswas@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T7886(2)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

মাতৃত্বের বিশ্বায়ন

শুভজিৎ বসাক

প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার যখন ক্যালেন্ডারের পাতায় 'মাতৃদিবস' হিসেবে ফুটে ওঠে, তখন শহর থেকে গ্রাম; সর্বত্রই যেন এক আবেগপ্রবণ আবহ তৈরি হয়। কিন্তু এই উদযাপনের গভীরে লুকিয়ে আছে এমন কিছু ইতিহাস ও বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতা, যা হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা। আধুনিক ভারতের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আমরা মাতৃদিবসকে বিশ্লেষণ করি, তখন একদিকে যেমন বৈদিক যুগের 'মাতৃদেব ভব' মন্ত্রটি কানে আসে, অন্যদিকে চোখে পড়ে প্রযুক্তিনির্ভর এক দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ। ভারতের মতো দেশে মাতৃত্ব কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি গভীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক বাজার বিশ্লেষণ বলছে, ভারতে মাতৃদিবস পালনের বাণিজ্যিক প্রবণতা গত এক দশকে প্রায় ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার সিংহভাগই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে। তবে এর মুদ্রার উল্টো পিঠটিও বেশ চমকপ্রদ। আজ ভারতের মহানগরীগুলোতে 'সিঙ্গেল মাদার' বা একক মাতৃত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে; গবেষণা বলছে, ভারতের মেট্রো শহরগুলোতে বিগত পাঁচ বছরে এই হার প্রায় ১২-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের প্রচলিত সমাজকাঠামোকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মায়ের অভিভাবকত্ব নিয়ে যে যুগান্তকারী রায়গুলো দিয়েছে, তা আসলে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের এক প্রগতিশীল ভাবমূর্তকেই তুলে ধরে।

বিশ্বের নিরিখে তাকালে দেখা যায়, মাতৃদিবসের শিকড় যতটা না আবেগের, তার চেয়েও বেশি প্রতিবাদের। আমেরিকার আনা জার্ভিস যখন ১৯০৮ সালে এই দিনটির সূচনা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গৃহযুদ্ধে সন্তানহারা মায়েদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং স্যানিটেশন বা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো। অথচ বিড়ম্বনা এটাই যে, পরবর্তীকালে এই দিনটির অতিরিক্ত বাণিজ্যিকীকরণ দেখে আনা জার্ভিস নিজেই এর বিরোধিতা করেছিলেন। আজ বিশ্বজুড়ে এই দিনটিতে প্রায় ২৮ বিলিয়ন থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়, যা মাতৃত্বের পবিত্রতাকে কিছুটা হলেও পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। তবে এই প্রথাগত উদযাপনের বাইরেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মাতৃত্বের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। বর্তমানে 'সারোগেসি' বা 'IVF' প্রযুক্তির প্রসারের ফলে মাতৃত্ব এখন আর কেবল নারীত্বের সমার্থক নয়। বিশ্বের অনেক দেশেই এখন 'জেন্ডার নিউট্রাল' মাতৃত্ব বা লিঙ্গহীন অভিভাবকত্বের ধারণা জোরালো হচ্ছে, যেখানে লালন-পালনকারীকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়।

ভারতের প্রেক্ষিতে একটি বিস্ময়কর তথ্য হলো, পৃথিবীর বৃহত্তম মাতৃতান্ত্রিক সমাজগুলোর একটি এখনও ভারতের মেঘালয়ে সগৌরবে টিকে আছে। খাসি বা জয়ন্তিয়া উপজাতিদের মধ্যে বংশপরিচয় নির্ধারিত হয় মায়ের নামে, যা আধুনিক বিশ্বের নারীবাদী আন্দোলনের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা। আবার আন্তর্জাতিক স্তরে বর্তমানে 'ইকো-ফেমিনিজম' বা পরিবেশবাদী মাতৃত্বের ধারণা খুব জনপ্রিয় হচ্ছে। যেখানে ধরিত্রীকে মা হিসেবে গণ্য করে প্রকৃতির সুরক্ষায় মায়েদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। ভারতের 'চিপকো আন্দোলন' ছিল ঠিক এমনই এক উদাহরণ, যেখানে মায়েরা গাছকে সন্তানের মতো জড়িয়ে ধরে রক্ষা করেছিলেন। আজকের ডিজিটাল যুগে মায়েদের ভূমিকা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। সমীক্ষা বলছে, ভারতীয় মায়েরা এখন প্রতিদিন গড়ে ৪-৫ ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেন সন্তানদের অনলাইন নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের তদারকিতে। এটি একটি অলিখিত শ্রম, যাকে অর্থনীতিবিদরা 'Unpaid Care Work' বলেন। অক্সফাম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় মহিলাদের এই অদৃশ্য শ্রমের আর্থিক মূল্য ভারতের জিডিপির প্রায় ৩.১ শতাংশ, যা জাতীয় বাজেটের অনেক খাতের চেয়েও বেশি।

তবে কেবল আবেগ দিয়ে মাতৃত্বকে বিচার করার সময় এখন আর নেই। তথ্য বলছে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ভারতে আজও প্রসূতি মৃত্যুর হার (MMR) প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে প্রায় ৯৭-১০৩-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। রাষ্ট্রপুঞ্জের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও, প্রান্তিক জনপদে মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আজও এক বিশাল প্রশ্নচিহ্ন। মাতৃদিবস তখনই সার্থক হবে যখন আমরা ডাইনিং টেবিলে কেক কাটার পাশাপাশি মায়েদের আইনি অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতায় সমান ভাগ দেব। মাতৃত্ব মানে কেবল ত্যাগ বা সহনশীলতার প্রতিমূর্তি হওয়া নয়, মাতৃত্ব মানে নিজের সত্তাকে বিসর্জন না দিয়েও নতুন প্রজন্মকে গড়ার সাহস দেখানো। সারা বিশ্বের নিরিখে আজ মায়েদের জন্য 'সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি'র যে দাবি উঠছে, ভারত সেখানে ২৬ সপ্তাহের ছুটির আইন (Maternity Benefit Act– 2017) করে অনেক উন্নত দেশের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে; এমনকি আমেরিকার মতো দেশেও এখনও কেন্দ্রীয়ভাবে এমন বাধ্যতামূলক সবেতন ছুটির আইন নেই।

পরিশেষে বলা যায়, মাতৃদিবস কোনো নির্দিষ্ট একটি দিনের ফ্রেমে বাঁধার বিষয় নয়; এটি একটি নিরন্তর বিবর্তন। ঐতিহ্যের শিকড় আঁকড়ে ধরে আধুনিকতার আকাশে ডানা মেলাই হোক একুশ শতকের মায়েদের প্রকৃত পরিচয়। ভালোবাসা আর সম্মানের মোড়কে ঢাকা এই দিনটি যেন নিছক উদযাপনে আটকে না থেকে মায়েদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক মুক্তির ইশতেহার হয়ে ওঠে। তবেই ভারত তথা বিশ্বজুড়ে নারীত্বের এই মহিমান্বিত রূপটি পূর্ণ সার্থকতা খুঁজে পাবে।

জন্মশতবর্ষে ওড়িশার বহ্নিকন্যা পার্বতী দেবী

ড. বিমলকুমার শীট

বয়স কোন কাজের মানদণ্ড হতে পারে না । যে ব্যক্তি ষাট বছরে কিছু করে দেখাতে পারেনা তা অন্য কেউ দশ-বার বছরে করে দেখাতে পারে । এগারো বছর বয়সী এক মেয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল খেলতে নয়, বরং পরবর্তী প্রতিবাদের পরিকল্পনা করা মুক্তি যোদ্ধাদের একটি দলের সাথে যোগ দিতে । অন্যান্য শিশুরা যখন বাড়ির কাজ নিয়ে চিন্তিত ছিল, তখন পার্বতী গিরি (১৯২৬-১৯৯৫) তার দ্বিগুন বয়সী প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে দেশের মুক্তি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল । কেবল বিদেশী পণ্য বর্জন এবং ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম, গান্ধী আদর্শ প্রচার নয় পার্বতী গিরি সমাজে অবহেলিত, দারিদ্র্য পীড়িত, শোষিত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে ছিলেন । বিশেষ করে পশ্চিম ওড়িশায় উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । সেখানে তিনি 'মাদার তেরেসা' নামে পরিচিত । কিন্তু আজও তিনি অনালোকিত । জন্মশতবর্ষে তার প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী ।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে ওড়িশার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল । মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের যৌবনকালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পথ অনুসরণ করে ছিলেন । স্বাধীনতার পরেও সামাজিক কর্মে তাঁদের ভূমিকাও ছিল বেশ প্রশংসনীয় । দুসাহসী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্পর্কে গান্ধীজি একদা বলেছিলেন 'Man can never be womanós equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her.' মহাত্মা গান্ধী ও গোপবন্ধু দাসের ডাকে সমগ্র ওড়িশায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেন্ট্রাল ওড়িশা ও উপকূলবর্তী ওড়িশায় সংগ্রাম শুরু করে ছিল । বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সরলা দেবী, রমা দেবী, মালতী দেবী চৌধুরী, জাহ্নবী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, গোদাবরী দেবী এবং পার্বতী দেবী প্রমুখ মহিলা নেতৃবৃন্দ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ, অস্পৃশ্যতা, পর্দাপ্রথা, বিধবা বিবাহ, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে তুলে ছিল ।

এহেন ওড়িশা পার্বতী গিরির মতো মহিলার জন্ম দিয়ে ছিল । ১৯২৬ সালে ১৯ জানুয়ারি অবিভক্ত সম্বলপুর জেলার বর্তমান বরগড় জেলায় বিজেপুরের কাছে সামলাইপাদার গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । পিতা ধনঞ্জয় গিরি ও মা শ্রীমতির চার সন্তানের মধ্যে পার্বতী ছিলেন প্রথম সন্তান । তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর পার্বতী দেবী পড়া ছেড়ে দেন । কারণ এই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম পুরী, ভাগীরথী পট্টনায়ক এবং তার স্ত্রী জাম্ববতী পট্টনায়ক সামলাইপাদার গ্রামে আসেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রসারের জন্য । তারপর নবকৃষ্ণ চৌধুরী, মালতী দেবী, ঘনশ্যাম পানিগ্রাহী, লক্ষীনারায়ণ মিশ্র প্রমুখও সামলাপাদার ও রমা দেবীর সঙ্গে তারা দুজন সাক্ষাৎ করে আশ্রম জীবন শুরু করেন । আশ্রমে তাঁদের কাজ ছিল সূতা কাটা ও তাঁত বোনা । হরিজন পল্লীতেও তারা কাজ করেন । তাঁদের জামা কাপড় পরিষ্কার করে দেন । বিভিন্ন আশ্রম ভ্রবন করে তিনি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প এবং অহিংসা ও আত্মনির্ভরতার গান্ধীবাদী দর্শনসহ অন্যান্য মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেন । পার্বতী দেবী বরগড়, গেনস, পানিমোড়া, বারপলি, সারানডাপালি, পদমপুর এবং সম্বলপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে পরিভ্রমণ করে মানুষকে খাদি পরিধান ও চরকা কাটার পরামর্শ দেন । উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভশীল করে তোলা এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলা ।

এল ১৯৪২ সাল । গান্ধীজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলেন । ওড়িশাতেও এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে । প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় । পার্বতী গিরি সক্রিয়ভাবে ভারত ছাড় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয় । কিন্তু তাঁর বয়স কম হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । কিন্তু তাঁর আত্মীয় রামচন্দ্র পুরী, উজ্জ্বল পুরী, তুলসী পুরী, মঙ্গলা পুরী, দ্বৈতা গিরিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে । পার্বতী দেবী পুনরায় বড়গড় এস ডি ও অফিস আক্রমণ করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে । বিচারে তাঁর দু-বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় । সম্বলপুর জেলে তার দু-বছর কাটে । মুক্তির পরও পার্বতী দেবীর দেশমাতৃকার মুক্তির বাসনা অটুট থাকে ।

স্বাধীনতা লাভের পরও পার্বতী দেবীর দেশ সেবার কাজের ধারা অব্যাহত থাকে । ১৯৫০ সালে এলাহাবাদে প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠে তার স্কুল জীবন শেষ করেন । এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদের দুই নাতনি । জনসেবাকে তিনি অন্যতম পথ হিসাবে বেছে নেন । তিনি রমা দেবীর ত্রান কাজে সামিল হন । ১৯৫১ সালে ওড়িশাতে বিশেষ করে পদমপুর পাইকমাল, খারিআর এবং নুয়াপাড়াতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানকার অসহায় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য পার্বতী গিরির হৃদয় কেঁদে ওঠে । তিনি তাঁদের ত্রানের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে ত্রান সংগ্রহে ছুটে বেড়ান এবং সংগৃহীত ত্রান দুঃস্থদের জন্য বিলি করেন । সমাজে ভীতিপ্রদ কুষ্ঠরোগীদের সেবা কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন । ১৯৫৫ সালে তিনি সম্বলপুর জেলার মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নের জন্য একটি আমেরিকান প্রকল্পে যোগদেন । বিনোভাবের ভূদান ও সর্বোদয় আন্দোলনও পার্বতী দেবীকে প্রভাবিত করে । বিনোবাজি যখন ওড়িশায় পদযাত্রা ও সভা করেন তাতে পার্বতী দেবী সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন । হিন্দু উত্তরাধিকারী আইনকে তিনি সমর্থন জানিয়ে ছিলেন । হরেকৃষ্ণ মহতাব পার্বতী দেবীকে পাণিমোড়াতে আসেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচার চালান । পার্বতী দেবী এই সমস্ত ঘটনা মন দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন । তাঁর কাকা রামচন্দ্র গিরিও লক্ষীনারায়ণ মিশ্র, দুর্গাপ্রসাদ গুরু, ভগিরথী পট্টনায়ক প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিয়ে । এদের আলোচনা পার্বতী দেবীর মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের সঞ্চার করে । তিনি মনস্থির করে ফেললেন গৃহত্যাগ করবেন এবং সেই মত গ্রাম গ্রামে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার ও চাঁদা সংগ্রহ শুরু করলেন । বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতারা পার্বতী দেবীর পিতাকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর কন্যাকে নিঃস্বার্থ দেশ সেবার কাজে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেন । পিতা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন ।

পার্বতী গিরি এবং বরগড়ের বাল্যবিধবা প্রভাবতী দেবী দুজন গান্ধী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে খাদি পরিধান করেন । পার্বতী পিতার অনুমতি পেয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত হন । তারপর বাড়ির বাধা উপেক্ষা করে জয়পুরে বারি আশ্রমে ১৯৩৮ সালে যোগ দেন । তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ছিল না । কষ্ট ছিল নিত্যসঙ্গী, কিন্তু তাঁদের মনোবল ছিল ইস্পাত কঠিন । গোপবন্ধু চৌধুরী ও বিধানসভার বিধায়ক পদ এবং বিজু পট্টনায়ক তাঁর সমাজ সেবাকে স্বীকৃতি জানিয়ে রাজ্যসভার সংসদ পদ অলংকৃত করার জন্য আহ্বান জানালে পার্বতী গিরি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন । ১৯৭৬ সালে নৃসিংহনাথে তিনি নারী ও অনাথদের জন্য কস্তুরবা গান্ধী মাতৃনিকেতন নামে একটি আশ্রম এবং সম্বলপুর জেলার জুজোমার ব্লকের অন্তর্গত ফুলজারনে ডক্টর সান্তরা বাল নিকেতন নামে আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন । নিকট এবং দূরের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে এই আশ্রম ।

পার্বতী দেবীর জনজাতির কল্যাণের কাজ সমাজে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা । তিনি নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন । সামাজিক বাধা, গোঁড়ামী তাঁর কাজের গতি ধারাকে রুদ্ধ করতে পারে নি । তাঁর সমাজসেবা মূলক কাজকে স্বীকৃত জানিয়ে ভারত সরকারের সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট পুরস্কার প্রদান করেছে ।

ওড়িশা সরকার তাঁর নামে মেগা লিফট সেচ প্রকল্প চালু করেছে । সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় পার্বতী দেবীকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে । পার্বতী দেবী তাঁর কর্মের মাধ্যমে আজও ওড়িশাবাসীর হৃদয়ে বেঁচে রয়েছেন ।

পার্বতী দেবীর জনজাতির কল্যাণের কাজ সমাজে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা। তিনি নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক বাধা, গোঁড়ামী তাঁর কাজের গতি ধারাকে রুদ্ধ করতে পারে নি। তাঁর সমাজসেবা মূলক কাজকে স্বীকৃত জানিয়ে ভারত সরকারের সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট পুরস্কার প্রদান করেছে।

অরুণা থেকে হরিশ: দুই দীর্ঘ লড়াইয়ের করুণ কাহিনি

যেখানে হার মেনে যায় বেঁচে থাকার আকুতি

অর্কপ্রভ দাস

২০১৩ সালের ২০শে অগাস্ট সম্পূর্ণ তছনছ করে দিয়েছিলো এক তরতাজা তরুণ হরিশ রানার জীবন। চন্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনারিং এর ছাত্র ছিল হরিশ। একটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে ভাড়া থাকত সে। আর এই অভিশপ্ত দিনে সেই বাড়িরই পাঁচতলা থেকে নীচে পড়ে যায় হরিশ। এক লহমায় বদলে যায় জীবন। হয়তো ঘটনাস্থলে মৃত্যু হলে এর চাইতে কম যন্ত্রণা সইতে হতো তাকে। কিন্তু হরিশ মারা যায়নি ,আর এর পরেই শুরু হয় একের পর এক দীর্ঘ লড়াই। আর এই লড়াই ছিল বহুমাত্রিক। প্রথম লড়াই ছিল হরিশকে প্রাণে বাঁচানোর লড়াই। যমে মানুষে টানাটানির পর কোনক্রমে প্রাণ বাঁচলো ঠিকই কিন্তু সেটা অর্ধমৃত অবস্থায়, চোটের কারণে কার্যত সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় হয়ে পরে পুরো শরীর। বাইরের জগৎ বা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তার কোনো চেতনা ছিলনা। বহু চেষ্টা ,বহু চিকিৎসার পরেও স্বাভাবিক জীবনে ফেরা হয়নি হরিশের। আর এর পরেই শুরু হয় দ্বিতীয় লড়াই। ছেলেকে দীর্ঘদিন এই জড় অবস্থায় বেঁচে থাকার দুঃসহ যন্ত্রনাময় জীবন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন হরিশ এর বাবা মা। আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক মর্মান্তিক সুদীর্ঘ আইনি লড়াই এর ইতিহাস। এতদিন ছেলেকে বাচাঁতে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরছিলেন প্রৌঢ় দম্পতি , এবার ছেলেকে যন্ত্রণাময় জীবন থেকে নিষ্কৃতি দিতে এক আদালত থেকে আরেক আদালত এর সামনে আর্জি নিয়ে শুরু হলো লড়াই। প্রথমে ২০২৪ সালে ছেলেকে নিষ্কৃতিমৃত্যু দিতে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন হরিশের ৬২ বছরের বাবা অশোক রানা এবং মা নির্মলা দেবী। আইনি ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্যাসিভ ইউথানেসিয়া',কিন্তু দিল্লি হাই কোর্ট সেই মামলায় কর্ণপাত করেনি, এরপর ২০২৪ সালেরই নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হরিশের বাবা-মা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও সেই আবেদন গ্রাহ্য করেনি তবে হাল না ছেড়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যান তাঁরা। ততদিনে আর্থিক ভাবেও বিধস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা , ছেলের চিকিৎসা খরচ জোগাতে বিক্রি করে দিতে হয়েছে একমাত্র শখের বসত বাড়িটিকেও। ২০২৫ সালে ফের সুপ্রিম কোর্ট এর দ্বারস্থ হলেন তাঁরা, আর্জি একটাই ছেলের 'নিষ্কৃতিমৃত্যু', অবশেষে জয় এলো ,অনুমতি মিললো দেশের সর্বোচ্চ আদালতের। বুধবার, ১৩ বছর ধরে শয্যাশায়ী বছর বত্রিশের হরিশ রানার নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। আইনি লড়াই জিতে গেলেন অশোক রানা এবং নির্মলা দেবী কিন্তু তারপর ?

জয় এলো ঠিকই কিন্তু এই জয়ে কি কেউ খুশি হতে পারে ? ঠিক কতটা মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে একজন সন্তানের মৃত্যু চেয়ে তার পিতামাতা আদালতের দ্বারস্থ হন ?এর পিছনে ঠিক কতটা যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকতে পারে এই করুণ প্রশ্নটাই হয়তো বুঝতে সময় লেগেছিলো আদালতের।

নিঃসন্দেহে এই রায় ঐতিহাসিক , ভারতীয় বিচার ব্যাবস্থার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক । তবে এই রায় মনে করিয়ে দে আরেকটি সাড়াজাগানো ঘটনাকে। আর তিনি অবশ্যই অরুণা শানবাগ । ১৯৭৩ সালের ২৭ শে নভেম্বর , আরেক অভিশপ্ত দিন। বোম্বাইয়ের কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালে জুনিয়র নার্স অরুণা শানবাগ ডিউটি শেষ করে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে পোশাক বদলানোর সময় ওই হাসপাতালেরই সাফাইকর্মী সোহনলাল বাল্মীকির বিকৃত লালসার শিকার হন । অরুণাকে ধর্ষণ করতে গিয়ে সোহনলাল দেখে অরুণার ঋতুস্রাব হচ্ছে। সোহনলাল অবশ্য দমেনি। অরুণার গলায় শিকল বেঁধে কার্যত শ্বাসরোধ করে তার সাথে যোনিপথের বদলে জবরদস্তি পায়ুসঙ্গম করে সোহনলাল। এর পর প্রায় ১১ ঘণ্টা হাসপাতালের বেসমেন্টে ওই অবস্থাতেই পড়েছিলেন অরুণা। পরেরদিন যতক্ষণে তাঁর খোঁজ মেলে , ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে , অরুণার মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই অরুণার মস্তিষ্ক আংশিক বিকল হয়ে যায় । দৃষ্টি ও বাক্ শক্তিও চলে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে কোমায় চলে যান অরুণা । কিন্তু অরুণার উপর এই পাশবিক অত্যাচার করেও সেই অর্থে তেমন কোনো সাজাই ভোগ করতে হয়নি অপরাধী সোহনলালকে। কারণ দেশের আইন অনুসারে পায়ুসঙ্গম তখন ধর্ষণের মধ্যে পড়তই না। তাই কেবল চুরি এবং নির্যাতনের মামলা চলে সোহনলালের বিরুদ্ধে , ৭ বছর জেল খেটে দিব্যি ছাড়া পেয়ে যায় সে। আশ্চর্য স্তরে, যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস চললেও, কোনোরকম সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিলোনা তাঁর। ওই হাসপাতালেই কর্মরত এক চিকিৎসকের সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল অরুণার , তাদের বিবাহ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। ঘটনার প্রথমদিকে অরুণার পাশে থাকলেও ক্রমে সরে যান সেই চিকিৎসকও, ক্রমে একে একে পাশ থেকে সরে যান অরুণার পরিবারের লোকেরাও। কিন্তু আপনজন হয়ে ওঠেন কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক এবং নার্সেরা।দীর্ঘ ৪২ বছর কোমায় আক্রান্ত হয়ে জীবন্মৃত অবস্থাতে শয্যাশায়ী থাকা অরুণার দেখাশুনো করতেন তাঁরাই। সেই স্বল্প পরিচিত বা অপিরিচিত মানুষগুলোই বিশেষ যত্ন নিতেন অরুণার। তাঁকে টিউব দিয়ে খাওয়ানো হত। নিয়মিত পরিষ্কার করানো হত। ২০০৯ সালে অরুণার নিষ্কৃতি মৃত্যুর অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্ট এর দ্বারস্থ হন সাংবাদিক ও সমাজকর্মী পিঙ্কি বিরানি , আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করে এবং পর্যালোচনা করে মেডিক্যাল প্যানেল গঠন করা নির্দেশ দেয়। মেডিকেল প্যানেল পরীক্ষা করে জানাই অরুণার অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২০১১ সালের ৭ মার্চ সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয় যে, লাইফ সাপোর্টে থাকা কারও জীবনে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাঁর মা-বাবা, জীবনসঙ্গী বা খুব কাছের আত্মীয়স্বজন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ঘনিষ্ঠ কোনও ব্যক্তি বা বন্ধু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পিঙ্কি নিজেকে অরুণার বন্ধু বলে দাবি করলেও এর তীব্র বিরোধিতা করে অরুণার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের ডাক্তার ,নার্স ও অন্য কর্মীরা। তাদের স্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল তাঁরাই অরুণার প্রকৃত কাছের বন্ধু, কারণ এতবছর ধরে তাঁরাই অরুণার দেখাশোনা করেছেন এবং তাঁরা কোনোমতেই অরুণার এই মৃত্যু চাননা। তাঁরা পিঙ্কির করা নিস্কৃতিমৃত্যুর আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন। আদালত তাঁদের দাবিকে মান্যতা দেয়। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট পিঙ্কির আর্জি খারিজ করে দেয়। তবে শীর্ষ আদালত তখন এ-ও জানায় যে , পিঙ্কি যা চাইছেন, তার জন্য হাসপাতালের কর্মীদের রাজি হতে হবে। আর তাতে মুম্বই হাইকোর্টের অনুমোদন থাকতে হবে।২০১৫ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন অরুণা, ওই বছরই ১৮ই মে মৃত্যু হয় তার। হাসপাতালের কর্মীরাই তাঁর শেষকৃত্য সারেন। অরুণার আত্মীয়দের সাথে রীতিমতো লড়াই করে শেষকৃত্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা।

সুদীর্ঘ ৪২ বছর কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হাসপাতালের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বেড-এ জড় পর্দাথের মতো বেঁচে থাকার পরে অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন অরুণা । আর এরপরে ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট এর সাংবিধানিক বেঞ্চের তরফে নিষ্কৃতিমৃত্যুকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যুবরণের অধিকারে সিলমোহর পড়ে। পাশাপাশি, কিছু বিধিনিয়মও আরোপ করা হয়। কৃত্রিম লাইফ সাপোর্টের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাগরিকদের।

অরুণা শানবাগ আর হরিশ রানা দেশের দুই প্রান্তে দুই ভিন্ন সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন। অরুণার পক্ষে হরিশকে চেনা সম্ভব নয় , হরিশও হয়তো কোনোদিন অরুণার নাম শোনেনি বা গোটা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরুণার বিষয়ে জানলেও কোনোদিন অতটা আমল দেয়নি । কিন্তু দুর্ভাগ্য আর নিয়তি যেন একই সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল তাদের । ৬৬ বছরের অরুণা শানবাগ বেঁচে থেকে যে পথ নির্মাণ করেছিলেন সেই পথেই নিষ্কৃতি মৃত্যুর হাত ধরে চির শান্তির পথে এগিয়ে চললেন ৩২ বছরের তরুণ হরিশ রানা।